

২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের
স্নাতক (লেভেল-১, সেমিস্টার-১)
শ্রেণিতে ভর্তিকৃত
নবাগত শিক্ষার্থীদের

ওরিয়েন্টেশন



বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
ম য় ম ন সি ং হ

এক নজরে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর



- ডাইস চ্যাপেলর বাসভবন
- প্রশাসন ভবন
- অনুশদ ভবন
- লাইব্রেরি
- ছেলেরদের হল
- মেয়েদের হল
- T.S.S টি.এস.সি
- কোয়ার্টার্স
- কলেজ ও স্কুল
- করিম ভবন
- BOTANICAL বোটানিক্যাল গার্ডেন
- শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন মিলনায়তন
- সৈয়দ নজরুল ইসলাম সম্মেলন ভবন
- কৃষি সম্প্রসারণ ভবন
- পরিবহণ শাখা
- জিমেসিয়াম
- স্টেডিয়াম
- কৃষিতত্ত্ব গবেষণাগার
- নিরাপত্তা শাখা
- উদ্যানতত্ত্ব খামার
- P প্রধান খামার তত্ত্বাবধায়কের অফিস
- ফিশারিজ মাঠ গবেষণা কেন্দ্র

- প্রকৌশল শাখা
- P পোস্ট অফিস
- S সীড প্যাথলজি সেন্টার
- ব্যাংক
- B ছাত্র বিষয়ক বিভাগ ও প্রক্টর অফিস
- S স্থল পরিকল্পনা শাখা
- R রেল স্টেশন
- ওয়েদার অফিস
- মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভ
- B.F.R.U বি.এফ.আর.আই
- বিনা
- ▲ কে. আর. মার্কেট
- কোষাধ্যক্ষ ভবন
- G গোরস্থান
- অতিথি ভবন ও ক্লাব ভবন
- ▲ কমিউনিটি সেন্টার
- হেলথ কেয়ার সেন্টার
- জি.টি.আই
- কেন্দ্রীয় মসজিদ
- আবাসিক এলাকা মসজিদ
- কৃষি মিউজিয়াম
- পোস্টি ফার্ম, ডেয়ারি ফার্ম



বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

ময়মনসিংহ-২২০২

চ্যামেলর

মোঃ সাহাবুদ্দিন

মহামান্য রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

ভাইস-চ্যামেলর

প্রফেসর ড. এ কে ফজলুল হক ভূঁইয়া

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

কৃষিবিদদের
অবদান
ক্ষুধা মন্দার
অবসান

প্রিয়মুক্তি
সেশন ২০২৫-২৬

প্রিয়ান্তিগণ

সেশন ২০২৫-২৬

২

কৃষিবিদদের
অবদান
ক্ষুধা মন্দার
অবসান





চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন



২২ আষাঢ় ১৪৩৩
৬ জুলাই ২০২৬

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রধান অতিথির শুভেচ্ছা বাণী

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয়টি অনুষদে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (লেভেল-১, সেমিস্টার-১) শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া নবাগত শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিবছরের মতো এবারও আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করে নেওয়া হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এই শুভক্ষণে নবাগত শিক্ষার্থীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা, উষ্ণ অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভকামনা।

কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় ষাটের দশকের শুরুতে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল লক্ষ্য ছিল দক্ষ ও যোগ্য কৃষিবিদ তৈরি করা; কৃষিকে আধুনিক, টেকসই ও বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় সক্ষম করে তোলার জন্য প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা; কৃষি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মৌলিক ও প্রয়োগভিত্তিক গবেষণায় নেতৃত্বদানকারী বিজ্ঞানী গড়ে তোলা; এবং গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও প্রযুক্তি কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া। এই মহৎ লক্ষ্য বাস্তবায়নে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীরা নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ও কৃষিবিদরা পেশাগত উৎকর্ষতা অর্জনের মাধ্যমে দেশের কৃষি ব্যবস্থাকে সমৃদ্ধ, আধুনিক ও গতিশীল করেছেন। তাঁদের নিরন্তর প্রচেষ্টার ফলেই বাংলাদেশ আজ খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতার দিকে দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হয়েছে। একই সঙ্গে মাছ, মাংস, দুধ ও ডিম উৎপাদনেও উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রের এই দৃশ্যমান অগ্রগতির পেছনে রয়েছে এ দেশের পরিশ্রমী কৃষক এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটদের অপরিসীম অবদান যা আজ সর্বজনস্বীকৃত। আমি তাঁদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বর্তমান বিশ্ব বাস্তবতায় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে শুধু জ্ঞান অর্জন ও বিতরণের কেন্দ্র হিসেবে নয়, বরং জ্ঞান সৃষ্টির প্রাণকেন্দ্র এবং উদ্ভাবনের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। একই সঙ্গে বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য বাংলাদেশকে একটি আকর্ষণীয় ও প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক উচ্চশিক্ষার গন্তব্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সময়োপযোগী কারিকুলাম প্রণয়ন এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংযোগ আরও জোরদার করা অপরিহার্য।

জাতির অগ্রগতির স্বার্থে আধুনিক কৃষি শিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও কার্যকর করতে হবে। নবাগত শিক্ষার্থীদের প্রতি আমার প্রত্যাশা-তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম-শৃঙ্খলা যথাযথভাবে মেনে চলবে এবং এখানকার সমৃদ্ধ পরিবেশ, জ্ঞান ও সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎকে আলোকিত ও সাফল্যমণ্ডিত করবে।

আমি ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষের এই ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচির সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

প্রফেসর ড. মামুন আহমেদ

পরিষ্কৃতিশিল্প
শেখন ২০২৫-২৬



কৃষিবিদদের
অবদান
ক্ষুধা মন্দার
অবসান

প্রিয়মুদ্রিত

সেশন ২০২৫-২৬





ভাইস-চ্যান্সেলর বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়



২২ আষাঢ় ১৪৩৩
৬ জুলাই ২০২৬

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

শুভেচ্ছা বাণী

কৃষিই কৃষ্টি। কৃষি আমাদের সংস্কৃতির অনিবার্য অঙ্গ। এদেশের প্রথম ও প্রাচীনতম উচ্চতর কৃষি শিক্ষা ও গবেষণার সর্ববৃহৎ ঐতিহ্যবাহী জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৫৯ সনের জাতীয় শিক্ষা কমিশন এবং খাদ্য ও কৃষি কমিশনের সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে এই বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে। কৃষি নির্ভর বাংলাদেশে টেকসই কৃষি উন্নয়ন ও কৃষি-ভিত্তিক অর্থনৈতিক বুনিয়ে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৬১ সনে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয়টি অনুষদে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (লেভেল-১, সিমেন্টার-১) শ্রেণীতে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের পূর্বের ধারাবাহিকতায় এ বছরও আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করে নিতে ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচির আয়োজন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত গৌরবান্বিত বোধ করছি। নবাগত শিক্ষার্থীদের আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করে নেয়ার মাধ্যমে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে শুভাগমন উপলক্ষে জানাই প্রাণঢালা অভিনন্দন।

বর্তমান সরকার খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সে লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ। তারা কৃষি শিক্ষা, গবেষণা ও প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধনে নিজেদেরকে অবিরাম নিয়োজিত রেখেছেন। স্বাধীনতার পর আমাদের দেশও খাদ্য শস্য উৎপাদনে অসামান্য সফলতা অর্জন করেছে। একই সাথে মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, ফল ও শাক-সবজির উৎপাদনও অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছে। খাদ্য নিরাপত্তা বিধান এবং দারিদ্র্য বিমোচনের পথে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এ অর্জন যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে যার পেছনে মূল ভূমিকা পালন করেছে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে উত্তীর্ণ জ্ঞান ও দক্ষতায় সমৃদ্ধ কৃষিবিদ ও বিজ্ঞানীগণ।

মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশগ্রহণ ছিলো অত্যন্ত গৌরবজনক। বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯ জন সূর্যসন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধা মহান মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করে জীবন উৎসর্গ করে চিরঞ্জীব হয়ে আছেন। আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে আমি তাঁদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি।

২০২৪ এর 'জুলাই গণঅভ্যুত্থান' আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় গণমানুষের সাহসী গণজাগরণ ও অভ্যুত্থানের কথা, যার মাধ্যমে জনগণ ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে তাদের ন্যায্য দাবি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি জুলাই গণঅভ্যুত্থানসহ সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বীর শহিদদের, যারা গণতন্ত্র, ন্যায় এবং মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রী এই অভ্যুত্থানে সরাসরি মাঠে অবস্থান নিয়েছিলেন।

শিক্ষার্থীদের জ্ঞানচর্চা, মেধার লালন ও আত্মিক বিকাশে কৃতি শিক্ষক ও সচেতন অভিভাবকদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান অনস্বীকার্য। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালীন সময়ে নবাগত শিক্ষার্থীরা যেন বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তি-শৃঙ্খলার পরিবেশ বজায় রাখে-তাদের প্রতি আজ এ আহ্বান জানাচ্ছি। একই সাথে জ্ঞান-চর্চার পাশাপাশি খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও শিক্ষাতিরিক্ত সৃজনশীল কর্মে অংশগ্রহণ করে আজকের নবাগত মেধাবী শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে পেশাগত সফলতা ও সুনামগরিক হয়ে উঠার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেশ ও জাতির সামনে তুলে ধরবে, এটিই আমার আজকের দিনে প্রত্যাশা।

আমি “ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচি ২০২৬” এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

মহান আল্লাহ রাবুল আলামীন আমাদের সহায় হোন। আল্লাহ হাফেজ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

প্রফেসর ড. এ কে ফজলুল হক ভূঁইয়া

কৃষিবিদদের
অবদান
ক্ষুধা মন্দার
অবসান

ওরিয়েন্টেশন

সেশন ২০২৫-২৬



কৃষিবিদদের
অবদান
ক্ষুধা মন্দার
অবসান

প্রিয়মুদ্রিংশন

সেশন ২০২৫-২৬



শুভেচ্ছা বাণী

একটি দেশের প্রকৃত উন্নয়ন বুঝতে হলে সে জাতির শিক্ষার গুণগত মান ও শিক্ষার হার নিরীক্ষা করা হয়ে থাকে। শিক্ষাই দেশ ও জাতির গঠনের মূল চালিকাশক্তি। কৃষিনির্ভর বাংলাদেশে টেকসই কৃষি উন্নয়ন ও কৃষি-ভিত্তিক অর্থনৈতিক বুনিয়ে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৬১ সনে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয়টি অনুষদ এবং একটি ইনস্টিটিউটে ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (লেভেল-১, সিমেন্টার-১) শ্রেণিতে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের আনুষ্ঠানিক ভাবে বরণ করে নিতে ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচির আয়োজন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত গৌরবান্বিত বোধ করছি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের পরিচালনায় গুচ্ছ পদ্ধতিতে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশ গ্রহণে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। নবাগত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের এই শুভক্ষণে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বর্তমান সরকার খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সে লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ কৃষি শিক্ষা, গবেষণা ও প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধনে নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখেছেন। আজ তোমরাও এ পরিবারে যুক্ত হলে। স্বাধীনতাভোর বছরগুলোতে এ পরিবারের সদস্যরা আমাদের দেশে খাদ্য শস্য উৎপাদনের অসামান্য সফলতা অর্জন করেছে। একই সাথে মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, ফল ও শাক-সবজির উৎপাদন ও বৃদ্ধি পেয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা বিধান এবং দারিদ্র্য বিমোচনের পথে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এ অর্জন যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে এর পেছনে মূল ভূমিকা পালন করেছে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে উত্তীর্ণ কৃষিবিদ ও বিজ্ঞানীগণ। বাংলাদেশের সরকার, পেশাজীবিসহ সাধারণ জনগন আজ কৃষিবিদদের এই অবদানের কথা কৃতজ্ঞতাভরে স্বীকার করে।

মহান মুক্তিযুদ্ধেও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশগ্রহণ ছিলো অত্যন্ত গৌরবজনক। বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯জন সূর্য সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধা মহান মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশ গ্রহণ করে জীবন উৎসর্গ করে চিরঞ্জীব হয়ে আছেন।

"এ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালীন সময়ে নবাগত ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তি-শৃঙ্খলা পরিবেশ বজায় রাখবে" তাদের প্রতি আজ সেই আহ্বান জানাচ্ছি। একই সাথে নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানচর্চার পাশাপাশি খেলাধুলা, সাহিত্য-সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন সহশিক্ষা কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করে আজকের নবাগত কৃতিছাত্র-ছাত্রীরা ভবিষ্যতে পেশাগত সফলতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেশ ও জাতির সামনে তুলে ধরবে- এটি আমার একান্ত কামনা।

আমি ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচি ২০২৬ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

ছাত্র বিষয়ক উপদেষ্টা
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও
সভাপতি
ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচি প্রণয়ন ও
বাস্তবায়ন কমিটি ২০২৫-২৬



২২ আষাঢ় ১৪৩৩
৬ জুলাই ২০২৬

প্রফেসর ড. মোঃ শহীদুল হক

কৃষিবিদদের
অবদান
ক্ষুধা মন্দার
অবসান

ওরিয়েন্টেশন
সেশন ২০২৫-২৬



কৃষিবিদদের
অবদান
ক্ষুধা মন্দার
অবসান

প্রিয়মুক্তিগন

সেশন ২০২৫-২৬



বিশ্ববিদ্যালয় পরিচিতি শীর্ষক স্মরণিকা কমিটি

সভাপতি

প্রফেসর ড. মোঃ শহীদুল হক
ছাত্র বিষয়ক উপদেষ্টা

সদস্য

- প্রফেসর ড. মোঃ বাহানুর রহমান
- ▶ আহবায়ক, ডীন পরিষদ
- প্রফেসর ড. মোঃ রুহুল আমিন
- ▶ আহবায়ক, প্রভোস্ট পরিষদ
- প্রফেসর ড. মোঃ আবদুল আলীম
- ▶ প্রোস্ট্র
- প্রফেসর ড. মোঃ জসিম উদ্দিন
- ▶ ফিশারিজ ম্যানেজমেন্ট বিভাগ
- প্রফেসর ড. মোঃ আসাদুজ্জামান সরকার
- ▶ কৃষি সম্প্রসারণ শিক্ষা বিভাগ
- ▶ প্রফেসর ড. মোঃ মুনির হোসেন
এনিমেল ব্রিডিং এন্ড জেনেটিক্স বিভাগ
- ▶ প্রফেসর ড. ফাহুমিদা খাতুন
ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি
- ▶ জনাব মোহাম্মদ তৌফিকুল ইসলাম
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
জনসংযোগ ও প্রকাশনা দফতর
- ▶ জনাব মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন বাবু
ডেপুটি ডাইরেক্টর (ছাত্র কল্যাণ ও নির্দেশনা)
ছাত্র বিষয়ক বিভাগ

সদস্য সচিব

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ
সহযোগী ছাত্র বিষয়ক উপদেষ্টা
ছাত্র বিষয়ক বিভাগ

কৃষিবিদদের
অবদান
ক্ষুধা মন্দার
অবসান

প্রিয়মুক্তি
সেশন ২০২৫-২৬



কৃষিবিদদের
অবদান
ক্ষুধা মন্দার
অবসান

ওরিয়েন্টেশন
২০২৬-২৬

১০

ওরিয়েন্টেশন ২০২৬-২৬

তারিখ : ০৬ জুলাই ২০২৬, সোমবার

স্থান : শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন মিলনায়তন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

স্বাগতম

- সকাল ০৯:০০ • অতিথিবৃন্দের আসন গ্রহণ
- সকাল ০৯:০৫ • পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত এবং দোয়া
- সকাল ০৯:১০ • স্বাগত বক্তব্য: **প্রফেসর ড. মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ**, সহযোগী ছাত্র বিষয়ক উপদেষ্টা
- সকাল ০৯:২০ • “বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬৫ বৎসরের পথ পরিক্রমা” শীর্ষক ডকুমেন্টারি প্রদর্শন
বিশেষ অতিথিবৃন্দের বক্তব্য
- সকাল ০৯:৪০ • কৃষিবিদ ড. মোঃ হেলাল উদ্দীন, রেজিস্ট্রার, বাকুবি
- সকাল ০৯:৫০ • প্রফেসর ড. মোঃ আবদুল আলীম, প্রোস্ট্র, বাকুবি
- সকাল ১০:০০ • প্রফেসর ড. মোঃ রুহুল আমিন, আহবায়ক, প্রভোস্ট পরিষদ, বাকুবি
- সকাল ১০:১০ • প্রফেসর ড. মোঃ বাহানুর রহমান, আহবায়ক, ডিন পরিষদ, বাকুবি
- সকাল ১০:২০ • প্রধান পৃষ্ঠপোষকের বক্তব্য
প্রফেসর ড. এ কে ফজলুল হক ভূঁইয়া
মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
- সকাল ১০:৪০ • প্রধান অতিথির বক্তব্য
প্রফেসর ড. মামুন আহমেদ
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
- সকাল ১১:০০ • সভাপতির বক্তব্য
প্রফেসর ড. মোঃ শহীদুল হক
ছাত্র বিষয়ক উপদেষ্টা, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ



২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (লেভেল-১, সিমেন্টার-১) শ্রেণীতে ভর্তিকৃত
নবাগত ছাত্র-ছাত্রীদের ওরিয়েন্টেশন নিম্নোক্ত সময় অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে

নং	বিষয়	তারিখ, সময় ও স্থান
০১	কেন্দ্রীয় ওরিয়েন্টেশন	০৬-০৭-২০২৬, সোমবার সময়ঃ সকাল ১০:৩০ মিনিট স্থানঃ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন মিলনায়তন
০২	অনুষদ ভিত্তিক ওরিয়েন্টেশন	০৬-০৭-২০২৬, সোমবার সময় ও স্থানঃ স্ব-স্ব অনুষদের ডিন মহোদয় কর্তৃক নির্ধারিত সময় ও স্থানে
০৩	হল ভিত্তিক ওরিয়েন্টেশন	০৬-০৭-২০২৬, সোমবার সময়ঃ স্ব-স্ব হলের প্রভোস্ট মহোদয় কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে স্থানঃ সংশ্লিষ্ট হল
০৪	মাঠ গবেষণাগার সমূহ পরিদর্শন	০৬-০৭-২০২৬, সোমবার সময়ঃ ডিন মহোদয় কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে স্থানঃ ডিন মহোদয় কর্তৃক নির্ধারিত মাঠ গবেষণাগারে
০৫	ক্লাস শুরু	০৭-০৭-২০২৬, মঙ্গলবার

কৃষিবিদদের
অবদান
ক্ষুধা মন্দার
অবসান

ওরিয়েন্টেশন
সেশন ২০২৫-২৬

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সিডিকেট

চেয়ারম্যান » প্রফেসর ড. এ কে ফজলুল হক ভূঁইয়া

ভাইস-চ্যান্সেলর
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

সদস্যবৃন্দ » মহাপরিচালক

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
শিক্ষা ভবন, ১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০

» মহাপরিচালক

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দেবপুর, গাজীপুর

» ডিন

ভেটেরিনারি অনুষদ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

» ডিন

কৃষি অনুষদ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

» জনাব আব্দুল আউয়াল মিন্টু

চেয়ারম্যান ও সিইও
মাল্টিমোড গ্রুপ অব কোম্পানিজ
এ্যাক্সর টাওয়ার, ১০৮ বীর উত্তম সি আর দত্ত রোড, ঢাকা।

» জনাব শেখ এ কে মোতাহার হোসেন

সাবেক সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
হাউজ#১৩, রোড#০৭, সেক্টর#১০
উত্তরা আবাসিক এলাকা, ঢাকা

» মহাপরিচালক

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, ময়মনসিংহ

» প্রফেসর (অব.) ড. মঈনুদ্দীন আহমদ

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
৩০৯/১৭, সুগন্ধা আবাসিক এলাকা
মাসকান্দা, ময়মনসিংহ-২২০০

» জনাব মোঃ রাকিব উদ্দিন

ট্রেজারার (অব.)
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

» প্রফেসর ডাঃ মোঃ আনোয়ারুল হক

অর্থোপেডিক সার্জারি বিভাগ
কমিউনিটি বেজড মেডিক্যাল কলেজ বাংলাদেশ, ময়মনসিংহ

সচিব » কৃষিবিদ ড. মোঃ হেলাল উদ্দীন

রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

কৃষিবিদদের
অবদান
ক্ষুধা মন্দার
অবসান

প্রিয়ালটিশন

সেশন ২০২৫-২৬



বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় : সংক্ষিপ্ত পরিচয়

উচ্চতর কৃষি শিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম বিদ্যাপিঠ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও গৌরবমণ্ডিত প্রতিষ্ঠান “বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়”। বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থার উন্নতির মাঝেই নিহিত রয়েছে গোটা জাতির অর্থনৈতিক মুক্তি। কৃষি ও কৃষি বিজ্ঞানের সকল শাখায় উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৫৯ সালে জাতীয় শিক্ষা কমিশন এবং খাদ্য ও কৃষি কমিশনের রিপোর্টে যে সুপারিশ রাখা হয়েছিল, তার ওপর ভিত্তি করে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পন্ন হয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয় ১৯৬১ সনের ৮ জুন এবং এর অধ্যাদেশ জারি হয় ১৯৬১ সনের ১৮ আগস্ট। সেই সাথে ১৯৬১-৬২ শিক্ষাবর্ষে ভেটেরিনারি ও কৃষি - এই দু’টি অনুষদ নিয়ে শুরু হয় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম। ২৩টি শিক্ষা বিভাগে তখন মাত্র ৩০ জন শিক্ষক কর্মরত ছিলেন, মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৪৪৪ জন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কয়েক মাসের মধ্যেই ১৯৬২ সনে পশু পালন অনুষদ নামে তৃতীয় অনুষদ যুক্ত হয়। এরপরে ১৯৬৩-৬৪ শিক্ষাবর্ষে কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান অনুষদ, ১৯৬৪-৬৫ শিক্ষাবর্ষে কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদ এবং ১৯৬৭-৬৮ শিক্ষাবর্ষে মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের কার্যক্রমের শুভ সূচনা। ১৯৭০ সনে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় চারগুন বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৯৫২ জনে। জাপান, ইথিওপিয়া, সোমালিয়া, ইরান, ইরাক, মালদ্বীপ, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ভারত, শ্রীলংকা, নেপাল প্রভৃতি দেশের ছাত্র-ছাত্রী এখানে লেখাপড়া করেছে। বর্তমানে নেপাল, মালয়েশিয়া ও শ্রীলংকার ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়া করছে। কালের পরিক্রমায় বাংলাদেশে কৃষি শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ পূর্ণাঙ্গ ও প্রধান বিদ্যাপিঠ হিসেবে এ বিশ্ববিদ্যালয় আজ একটি গর্বিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে এবং আন্তর্জাতিকভাবে সুনাম অর্জনের ধারা বজায় রেখেছে। মানসম্পন্ন উচ্চতর কৃষি শিক্ষা ব্যবস্থার নিশ্চয়তা বিধানের মাধ্যমে দেশে কৃষি উন্নয়নের গুরুদায়িত্ব বহনে সমর্থ তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ কৃষি বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ তৈরী করাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান লক্ষ্য।

অবস্থান :

ঐতিহ্যবাহী ময়মনসিংহ শহর থেকে ৪ কিলোমিটার দক্ষিণে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম প্রান্তে চিরসবুজে ঘেরা গ্রামীণ পরিমন্ডলে ১২০০ একর পরিমিত এলাকা নিয়ে গড়ে উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। রাজধানী ঢাকা থেকে ১২০ কিলোমিটার উত্তরে এই ক্যাম্পাসের অবস্থান। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদীয় ভবন, প্রশাসন ভবন, ইনস্টিটিউট ও আবাসিক ভবন ছাড়াও ১২টি ফার্ম, ল্যাব, ক্লিনিক, ওয়ার্কশপ, ফিস মিউজিয়াম এবং কৃষি মিউজিয়াম রয়েছে। এছাড়া, দেশের দু’টি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) এবং বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) এই ক্যাম্পাসেই অবস্থিত।

ভৌত অবকাঠামো :

বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিপুল ও ক্রমবর্ধমান কর্মকাণ্ড পরিকল্পিত ভাবে পরিচালনার জন্য এই ক্যাম্পাসের প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো গড়ে উঠেছে। এগুলোর মাঝে রয়েছে : দু’টি প্রশাসন ভবন, ছয়টি অনুষদ ভবন, ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্র কমপ্লেক্স, জিটিআই ভবন, ছাত্রদের জন্য নয়টি এবং ছাত্রীদের জন্য ছয়টি আবাসিক হল, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি ভবন, কেন্দ্রীয় গবেষণাগার, আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন মিলনায়তন (প্রায় দুই হাজার আসন বিশিষ্ট), জিমনেসিয়াম, স্টেডিয়াম, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, সিআরপি, প্রকৌশল ভবন, অতিথি ভবন, ক্লাব ভবন, ৬৫৭টি আবাসিক ইউনিট এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অফিস ও অন্যান্য ভবনাদি।

দুস্প্রাপ্য গাছ গাছালির সংগ্রহ নিয়ে ক্যাম্পাসের মনোরম পরিবেশে গড়ে উঠেছে একটি সমৃদ্ধ বোটানিক্যাল গার্ডেন। এই গার্ডেনের এক প্রান্ত চিরসবুজ সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে ভাইস চ্যান্সেলরের সরকারি বাসভবন অবস্থিত। জাতীয় ফলের গাছ-গাছালি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ক্যাম্পাসে একটি দেশী-বিদেশী ফলগাছের সমন্বয়ে বিশ্বের ২য় বৃহত্তম জার্মপ্লাজম সেন্টার গড়ে তোলা হয়েছে। ভাষা ও স্বাধীনতার আন্দোলনের বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ ক্যাম্পাসে রয়েছে শহীদ মিনার, মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভ, ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের স্মরণে নির্মিত বধ্যভূমি এবং বিজয় ‘৭১’ নামে গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য।

ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়গণের নাম ও কার্যকাল

সিডিকিট ও একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের আলোকে প্রশাসন ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিতে বিশ্ববিদ্যালয় তার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে থাকে। এ সকল বিষয়ে বিভিন্ন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা যেমন, ফিন্যান্স কমিটি, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটি, অনুষদীয় কমিটিসমূহ, উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা কমিটি এবং সকল বোর্ড অভ স্টাডিজ-এর সহায়তা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ভাইস চ্যান্সেলর বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য নির্বাহী। তিনি সিডিকিট ও সরকারের নীতি-নির্দেশনা ও কর্মকর্তামোর আলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় কার্যাবলি পরিচালনা করে থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের ১২ নম্বর ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে চ্যান্সেলর দেশের খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানীদের মাঝে একজনকে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে নিয়োগ দান করেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ যাবৎ ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিনির্মাণ ও বিকাশ প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দানকারী ব্যক্তিবর্গের নাম ও মেয়াদকাল উল্লেখ করা হলো :

কৃষিবিদদের
অবদান
ক্ষুধা মন্দার
অবসান

০১।	প্রফেসর ড. এম. ওসমান গণি	(১ সেপ্টেম্বর ১৯৬১ হতে ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৩)
০২।	প্রফেসর ড. এস. ডি. চৌধুরী	(১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৩ হতে ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯)
০৩।	প্রফেসর ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ	(৫ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ হতে ২২ জানুয়ারি ১৯৭১)
০৪।	প্রফেসর ড. কাজি. এম. এফ. রহিম	(২৩ জানুয়ারি ১৯৭১ হতে ২৩ জুলাই ১৯৭১)
০৫।	প্রফেসর ড. এম. আমিরুল ইসলাম	(২৪ জুলাই ১৯৭১ হতে ২০ জানুয়ারি ১৯৭২)
০৬।	প্রফেসর ড. কাজি. এম. এফ. রহিম	(২১ জানুয়ারি ১৯৭২ হতে ২৩ নভেম্বর ১৯৭৩)
০৭।	প্রফেসর ডা. এম. ইউ. আহম্মদ চৌধুরী	(২৪ নভেম্বর ১৯৭৩ হতে ২০ অক্টোবর ১৯৮০)
০৮।	প্রফেসর ড. এ. কে. এম. আমীনুল হক	(২১ অক্টোবর ১৯৮০ হতে ২০ অক্টোবর ১৯৮৪)
০৯।	প্রফেসর ড. এ. কে. এম. আমীনুল হক	(২১ অক্টোবর ১৯৮৪ হতে ২০ অক্টোবর ১৯৮৮)
১০।	প্রফেসর ড. এম. জহিরুল হক ভূঞা	(২১ অক্টোবর ১৯৮৮ হতে ২১ অক্টোবর ১৯৮৮)
১১।	প্রফেসর ড. এম. আসাদুর রহমান	(২২ অক্টোবর ১৯৮৮ হতে ৩১ জানুয়ারি ১৯৯২)
১২।	প্রফেসর ড. এম. আশরাফ আলী খান	(১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২ হতে ১৭ আগস্ট ১৯৯৩)
১৩।	প্রফেসর ড. ম. আবদুল হক	(১৮ আগস্ট ১৯৯৩ হতে ২২ আগস্ট ১৯৯৩)
১৪।	প্রফেসর ড. শাহ মোহাম্মদ ফারুক	(২৩ আগস্ট ১৯৯৩ হতে ১৩ নভেম্বর ১৯৯৬)
১৫।	প্রফেসর ড. মুহাম্মদ হোসেন	(১৪ নভেম্বর ১৯৯৬ হতে ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০০)
১৬।	প্রফেসর ড. মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম	(২ মার্চ ২০০০ হতে ১২ নভেম্বর ২০০১)
১৭।	প্রফেসর মু. মুস্তাফিজুর রহমান	(১৩ নভেম্বর ২০০১ হতে ৮ জুলাই ২০০৩)
১৮।	প্রফেসর ড. মোহা. আমিরুল ইসলাম	(৯ জুলাই ২০০৩ হতে ৩০ আগস্ট ২০০৬)
১৯।	প্রফেসর ড. মোশাররফ হোসাইন মিঞা	(৩১ আগস্ট ২০০৬ হতে ২০ মে ২০০৮)
২০।	প্রফেসর ড. মোঃ আখতার হোসেন	(২১ মে ২০০৮ হতে ১৩ নভেম্বর ২০০৮)
২১।	প্রফেসর ড. এম. এ. সান্তার মন্ডল	(১৪ নভেম্বর ২০০৮ হতে ০৯ আগস্ট ২০১১)
২২।	প্রফেসর ড. মোঃ রফিকুল হক	(১০ আগস্ট ২০১১ হতে ২৯ এপ্রিল ২০১৫)
২৩।	প্রফেসর ড. মোঃ আলী আকবর	(২৪ মে ২০১৫ হতে ২৩ মে ২০১৯)
২৪।	প্রফেসর ড. লুৎফুল হাসান	(৩০ মে ২০১৯ হতে ২৯ মে ২০২৩)
২৫।	প্রফেসর ড. এমদাদুল হক চৌধুরী	(১২ জুলাই ২০২৩ হতে ১০ আগস্ট ২০২৪)
২৬।	প্রফেসর ড. এ কে ফজলুল হক ভূঁইয়া	(১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ হতে বর্তমান)

পরিষদ

সেশন ২০২৫-২৬



বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় : লক্ষ্য ও কার্যক্রম

- শিক্ষা** : ছয়টি অনুষদ ও একটি ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে স্নাতক পর্যায়ে কোর্স ক্রেডিট সিমেন্টার পদ্ধতিতে স্নাতক ডিগ্রী এবং উচ্চ শিক্ষা গবেষণা কমিটির মাধ্যমে এম.এস ও পিএইচডি পর্যায়ে কোর্স প্রদান করা হয়ে থাকে।
- গবেষণা** : বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সিস্টেম (বাউরেস) এর মাধ্যমে মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পসমূহের সমন্বয় সাধন করা হয়। এছাড়া, উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা কমিটির মাধ্যমে শিক্ষা বিভাগসমূহে এম.এস ও পিএইচডি ডিগ্রী পর্যায়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে।
- সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ** : বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রসারণ কেন্দ্রের (বাউএক) এর ব্যবস্থাপনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কৃষক-কৃষাণীদের বসতবাড়ির প্রাঙ্গণে শিক্ষামূলক সবজি চাষ, বৃক্ষরোপন কর্মসূচি, গবাদিপশু, হাঁস-মুরগীর চিকিৎসা ও টিকাদান, আধুনিক মৎস্য চাষ পদ্ধতি ও প্রকাশনা (সংযোগ) চালু রয়েছে। বাউএক থেকে এ যাবত ১১,০৫২ জন কৃষক-কৃষাণীদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এছাড়া গ্রাজুয়েট ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের (জিটিআই), ৬টি অনুষদ, আইকিউএসি, আইআইএফএস, আইএডিএস, ইনস্টিটিউট অফ এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স এন্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজী, প্রফেসর গোলাম আলী ফকির সীড প্যাথলজি সেন্টার, প্রফেসর মুহাম্মদ হোসেন কেন্দ্রীয় গবেষণাগার এর মাধ্যমে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী, খামারী, কৃষক ও শিক্ষার্থীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়ে আসছে জিটিআই এর মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (বিমক) আর্থিক সহায়তায় দেশের সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অফিসারদের ফাউন্ডেশন ট্রেনিং প্রদান করা হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক র‍্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

গৌরবময় সাফল্যের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২৬-এ প্রকাশিত কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাঙ্কিংয়ে ‘কৃষি ও বনায়ন’ বিষয়ে বিশ্বের শীর্ষ ২৫১-৩০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অবস্থান করার গৌরব অর্জন করেছে। লাইফ সায়েন্সেস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাঙ্কিং’২০২৬-এ দেশব্যাপী ১ম স্থান অর্জন করেছে এবং বিশ্বব্যাপী ৬০১-৮০০ স্থানের মধ্যে অবস্থান করেছে। টাইমস হায়ার এডুকেশন ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাঙ্কিং’২০২৫-২৬ অনুযায়ী বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বৈশ্বিক বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাঙ্কিংয়ে ১০০১-১২০০, ইমপ্যাক্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে ১০০১-১৫০০ এবং এশিয়া বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাঙ্কিংয়ে ৪০১-৫০০তম অবস্থানে রয়েছে। এছাড়াও সাংহাই র‍্যাঙ্কিং অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক আন্তর্জাতিক মূল্যায়নে ‘ভেটেরিনারি সায়েন্সেস’ বিষয়ে বিশ্বের ২০১-৩০০ এবং ‘কৃষি বিজ্ঞান’ বিষয়ে বিশ্বের ৩০১-৪০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে স্থান অর্জন করেছে।

“আমি মাদক নিব না, মা-বাবাকে দুঃখ দিব না”

প্রিয়মিত্রিশন
সেশন ২০২৫-২৬

অনুষদসমূহের ডিন মহোদয়গণ



প্রফেসর ড. মোঃ বাহানুর রহমান
ডিন
ভেটেরিনারি অনুষদ



প্রফেসর ড. জি.এম. মুজিবর রহমান
ডিন
কৃষি অনুষদ



প্রফেসর ড. মোঃ রকিবুল ইসলাম খান
ডিন
এনিমেল হাজবেড্রি অনুষদ



প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আমিরুল ইসলাম
ডিন
কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান অনুষদ



প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুল মজিদ
ডিন
কৃষি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদ



প্রফেসর ড. মোঃ আলী রেজা ফারুক
ডিন
মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ

কৃষিবিদদের
অবদান
ক্ষুধা মন্দার
অবসান

প্রিয়মিটিশন
সেশন ২০২৫-২৬



অনুষদ, বিভাগ ও ইনস্টিটিউট সমূহ

অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬টি অনুষদ, ৪৩টি বিভাগ ও ৬টি ইনস্টিটিউট রয়েছে। নিম্নে অনুষদসমূহের ডিন ও বিভাগীয় প্রধানদের নাম দেয়া হলো :

ভেটেরিনারি অনুষদ

প্রফেসর ড. মোঃ বাহানুর রহমান
ডিন, ভেটেরিনারি অনুষদ

বিভাগীয় প্রধানগণ :

- » প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুল আউয়াল
এনাটমি এন্ড হিস্টোলজি বিভাগ
- » প্রফেসর ড. মোহাম্মদ তোফাজ্জল হোসেন
মাইক্রোবায়োলজি এন্ড হাইজিন বিভাগ
- » প্রফেসর ড. মোহাঃ কামরুল ইসলাম
ফিজিওলজি বিভাগ
- » প্রফেসর ড. ফাতেমা আক্তার
ফার্মাকোলজি বিভাগ
- » প্রফেসর ড. বাবুল চন্দ্র রায়
প্যারাসাইটোলজি বিভাগ
- » প্রফেসর ড. মোঃ মকবুল হোসেন
প্যাথলজি বিভাগ
- » প্রফেসর ড. রুমা রানী সরকার
মেডিসিন বিভাগ
- » প্রফেসর ড. মোঃ রফিকুল আলম
সার্জারি এন্ড অবস্টেট্রিক্স বিভাগ

কৃষি অনুষদ

- » প্রফেসর ড. জি.এম. মুজিবুর রহমান
ডিন, কৃষি অনুষদ

বিভাগীয় প্রধানগণ :

- » প্রফেসর ড. আহমদ খায়রুল হাসান
কৃষিতত্ত্ব বিভাগ
- » প্রফেসর ড. আবু জোফার মোঃ মোসলেহ উদ্দীন
মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ
- » প্রফেসর ড. কৃষ্ণা রানী দাস
কীটতত্ত্ব বিভাগ
- » প্রফেসর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান
উদ্যানতত্ত্ব বিভাগ
- » প্রফেসর ড. ইসলাম হামীম
উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ
- » প্রফেসর ড. মোহাম্মদ নেছার উদ্দীন
ফসল উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ
- » প্রফেসর ড. জোবেদাতুন নাহার
কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ
- » ড. শারমিন আক্তার
সহযোগী প্রফেসর, কৃষি সম্প্রসারণ শিক্ষা বিভাগ
- » প্রফেসর ড. জি.এম. মুজিবুর রহমান (ডিন, কৃষি অনুষদ)
কৃষি রসায়ন বিভাগ
- » প্রফেসর ড. শায়লা শারমিন
প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগ
- » প্রফেসর মুহাম্মদ সাজেদুল আরিফীন
ভাষা বিভাগ
- » প্রফেসর মোহাম্মদ কামরুল হাছান
এথ্রোফরেস্ট্রি বিভাগ
- » প্রফেসর ড. মোঃ মফিজুর রহমান জাহাঙ্গীর
এথ্রোমেটিওরোলজি বিভাগ

কৃষিবিদদের
অবদান
ক্ষুধা মন্দার
অবসান

প্রিয়মিত্রিশন
সেশন ২০২৫-২৬



কৃষিবিদদের
অবদান
ক্ষুধা মন্দার
অবসান

প্রিয়ালটিশন
সেশন ২০২৫-২৬

১৮

এনিমেল হাজবেল্ডি অনুঘদ

- » প্রফেসর ড. মোঃ রকিবুল ইসলাম খান
ডিন, এনিমেল হাজবেল্ডি অনুঘদ

বিভাগীয় প্রধানগণ :

- » প্রফেসর ড. মোঃ মুনির হোসেন
এনিমেল ব্রিডিং এন্ড জেনেটিক্স বিভাগ
- » প্রফেসর ড. হাফিজা খাতুন
এনিমেল সায়েন্স বিভাগ
- » প্রফেসর ড. মোঃ শফিকুর রহমান শিশির
এনিমেল নিউট্রিশন বিভাগ
- » প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আশিকুল ইসলাম
ডেয়রি সায়েন্স বিভাগ
- » প্রফেসর ড. মোঃ শওকত আলী
পোল্ট্রি সায়েন্স বিভাগ

কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান অনুঘদ

- » প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আমিরুল ইসলাম
ডিন, কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান অনুঘদ

বিভাগীয় প্রধানগণ

- » প্রফেসর ড. শামীমা আক্তার
কৃষি অর্থনীতি বিভাগ
- » প্রফেসর ড. মোঃ আক্তারুজ্জামান খান
কৃষি অর্থসংস্থান ও ব্যাংকিং বিভাগ
- » প্রফেসর ড. রমিজা বেগম
কৃষি ও ফলিত পরিসংখ্যান বিভাগ
- » ড. দিলশাদ জাহান ইথেন
সহযোগী প্রফেসর, কৃষি ব্যবসা ও বিপণন বিভাগ
- » প্রফেসর ড. মোঃ শাহজাহান কবীর
গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান বিভাগ

কৃষি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুঘদ

- » প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুল মজিদ
ডিন, কৃষি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুঘদ

বিভাগীয় প্রধানগণঃ

- » প্রফেসর মোঃ জিল্লুর রহমান
ফার্ম স্ট্রাকচার এন্ড এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ
- » ড. মাহজাবিন কবির
সহযোগী প্রফেসর, কৃষি শক্তি ও যন্ত্র বিভাগ
- » প্রফেসর ড. খালিদ মাহমুদ
সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ
- » প্রফেসর ড. মোঃ হাফিজুর রহমান ভূইয়া
ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি বিভাগ
- » জনাব মোঃ সাইদ ইফতেখার ইউসুফ
সহযোগী প্রফেসর, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ম্যাথমেটিক্স বিভাগ
- » প্রফেসর ড. মোঃ খায়রুল হাসান ভূঞা
পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ

মাৎস্যবিজ্ঞান অনুঘদ

- » প্রফেসর ড. মোঃ আলী রেজা ফারুক
ডিন, মাৎস্যবিজ্ঞান অনুঘদ

বিভাগীয় প্রধানগণঃ

- » প্রফেসর ড. তাসলিমা খানম
ফিশারিজ বায়োলজি ও জেনেটিক্স বিভাগ
- » প্রফেসর ড. শাহরিয়ার হাশেম
একোয়াকালচার বিভাগ
- » ড. মোঃ আল ইমরান
সহযোগী প্রফেসর, ফিশারিজ ম্যানেজমেন্ট বিভাগ

“মাদক মুক্ত থাকি, সুস্থ্য জীবন গড়ি”



- » প্রফেসর ড. মোঃ ইসমাইল হোসেন
ফিশারিজ টেকনোলজি বিভাগ
- » প্রফেসর ড. মোঃ জসিম উদ্দিন
মেরিন ফিশারিজ সায়েন্স বিভাগ

ইনস্টিটিউট সমূহ

- » প্রফেসর ড. মোঃ মোজাম্মেল হক
পরিচালক, গ্রাজুয়েট ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (জিটিআই)
- » প্রফেসর ড. মোঃ মাহবুব আলম
পরিচালক, ইন্টারডিসিপ্লিনারি ইনস্টিটিউট ফর ফুড সিকিউরিটি (আইআইএফএস)
- » প্রফেসর ড. মোঃ সোহেল রানা সিদ্দিকী
সহযোগী পরিচালক, ইন্টারডিসিপ্লিনারি ইনস্টিটিউট ফর ফুড সিকিউরিটি (আইআইএফএস)
- » প্রফেসর ড. ছাদেকা হক
পরিচালক, কৃষি ব্যবসা ও উন্নয়ন শিক্ষা ইনস্টিটিউট (আইএডিএস)
- » প্রফেসর ড. মোঃ আবুল কালাম আজাদ
পরিচালক, হাওর ও চর উন্নয়ন ইনস্টিটিউট
- » প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আলী হোসেন
সহযোগী পরিচালক, হাওর ও চর উন্নয়ন ইনস্টিটিউট
- » প্রফেসর ড. মোঃ শহীদুল হক
পরিচালক, ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি
- » প্রফেসর ড. রেহানা খাতুন
পরিচালক, ইনস্টিটিউট অব এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স এন্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট

উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা কমিটি

- » প্রফেসর ড. মোঃ সামছুল আলম
কো-অর্ডিনেটর, উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা কমিটি

আবাসিক হল সমূহের প্রভোস্টবৃন্দ

- » প্রফেসর ড. জিয়াউল হক
প্রভোস্ট, ঈশা খাঁ হল
- » প্রফেসর ড. মোহাম্মদ বদিউজ্জামান খান
প্রভোস্ট, শাহজালাল হল
- » প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুল আওয়াল
প্রভোস্ট, শহীদ শামসুল হক হল
- » প্রফেসর ড. মোঃ বজলুর রহমান মোল্যা
প্রভোস্ট, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী হল
- » প্রফেসর ড. মোহাম্মদ তোফাজ্জল হোসেন হাওলাদার
প্রভোস্ট, ফজলুল হক হল
- » প্রফেসর ড. কাজী কামরুল ইসলাম
প্রভোস্ট, শহীদ নাজমুল আহসান হল
- » প্রফেসর ড. মোঃ রুহুল আমিন
সুলতানা রাজিয়া হল ও আহবায়ক, প্রভোস্ট পরিষদ
- » প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আলম মিয়া
প্রভোস্ট, আশরাফুল হক হল
- » প্রফেসর ড. মোহাম্মদ শাহজাহান মঞ্জিল
প্রভোস্ট, শহীদ জামাল হোসেন হল
- » প্রফেসর শরীফ-আর-রাফি
প্রভোস্ট, মাওলানা ভাসানী হল
- » প্রফেসর ড. ইসরাত জাহান শেলী
প্রভোস্ট, তাপসী রাবেয়া হল
- » প্রফেসর ড. তাহসিন ফারজানা
প্রভোস্ট, জ্বলাই ৩৬ হল
- » প্রফেসর ড. মোঃ মোখলেছুর রহমান
প্রভোস্ট, বেগম রোকেয়া হল
- » প্রফেসর ড. আনিসুজ্জামান
প্রভোস্ট, কৃষিকন্যা হল
- » প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আশিক-ই-রব্বানী
প্রভোস্ট, বেগম খালেদা জিয়া হল

কৃষিবিদদের
অবদান
ক্ষুধা মন্দার
অবসান

প্রিয়মিত্রিশন
সেশন ২০২৫-২৬

আবাসিক হল সমূহের প্রভোস্টবৃন্দ



প্রফেসর ড. জিয়াউল হক
প্রভোস্ট
ঈশা খাঁ হল



প্রফেসর ড. মোহাম্মদ বদিউজ্জামান খান
প্রভোস্ট
শাহজালাল হল



প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুল আওয়াল
প্রভোস্ট
শহীদ শামসুল হক হল



প্রফেসর ড. মোঃ বজলুর রহমান মোল্যা
প্রভোস্ট
হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী হল



প্রফেসর ড. মোহাম্মদ তোফাজ্জল হোসেন হাওলাদার
প্রভোস্ট
ফজলুল হক হল



প্রফেসর ড. কাজী কামরুল ইসলাম
প্রভোস্ট
শহীদ নাজমুল আহসান হল



প্রফেসর ড. মোঃ রুহুল আমিন
সুলতানা রাজিয়া হল ও
আইবায়ক, প্রভোস্ট পরিষদ



প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আলম মিয়া
প্রভোস্ট
আশরাফুল হক হল



প্রফেসর ড. মোহাম্মদ শাহজাহান মঞ্জিল
প্রভোস্ট
শহীদ জামাল হোসেন হল

কৃষিবিদদের
অবদান
ক্ষুধা মন্দার
অবসান

প্রিয়ান্তর্গত

সেশন ২০২৫-২৬





প্রফেসর শরীফ-আর-রাফি
প্রভোস্ট
মাওলানা ভাসানী হল



প্রফেসর ড. ইসরাত জাহান শেলী
প্রভোস্ট
তাপসী রাবেয়া হল



প্রফেসর ড. তাহসিন ফারজানা
প্রভোস্ট
জুলাই ৩৬ হল



প্রফেসর ড. মোঃ মোখলেছুর রহমান
প্রভোস্ট
বেগম রোকেয়া হল



প্রফেসর ড. আনিসুজ্জামান
প্রভোস্ট
কৃষিকন্যা হল



প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আশিক-ই-রবানী
প্রভোস্ট
বেগম খালেদা জিয়া হল



কৃষিবিদদের
অবদান
ক্ষুধা মন্দার
অবসান





কৃষিবিদদের
অবদান
ক্ষুধা মন্দার
অবসান

৩০
২০২৫-২৬
২২

ছাত্র বিষয়ক বিভাগ



প্রফেসর ড. মোঃ শहीদুল হক
ছাত্র বিষয়ক উপদেষ্টা



প্রফেসর ড. মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ
সহযোগী ছাত্র বিষয়ক উপদেষ্টা

প্রোস্ট্র অফিস



প্রফেসর ড. মোঃ আবদুল আলীম
প্রোস্ট্র



প্রফেসর ড. কাজী ফরহাদ কাদির
সহকারী প্রোস্ট্র



প্রফেসর ড. মোঃ মুনির হোসেন
সহকারী প্রোস্ট্র



প্রফেসর ড. সোনিয়া সেহেলী
সহকারী প্রোস্ট্র



প্রফেসর ড. মোঃ ইলিয়াস হোসেন
সহকারী প্রোস্ট্র



প্রফেসর ড. মাহবুবুল প্রতীক সিদ্দিক
সহকারী প্রোস্ট্র



প্রফেসর ড. মোঃ আনিছুর রহমান মজুমদার
সহকারী প্রোস্ট্র

“সততাই সর্বোচ্চ পছা”



ছাত্র বিষয়ক বিভাগ

- » প্রফেসর ড. মোঃ শহীদুল হক
ছাত্র বিষয়ক উপদেষ্টা
- » প্রফেসর ড. মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ
সহযোগী ছাত্র বিষয়ক উপদেষ্টা

প্রক্টর অফিস

- » প্রফেসর ড. মোঃ আবদুল আলীম
প্রক্টর
- » প্রফেসর ড. কাজী ফরহাদ কাদির
সহকারী প্রক্টর
- » প্রফেসর ড. মোঃ মুনির হোসেন
সহকারী প্রক্টর
- » প্রফেসর ড. সোনিয়া সেহেলী
সহকারী প্রক্টর
- » প্রফেসর ড. মোঃ ইলিয়াস হোসেন
সহকারী প্রক্টর
- » প্রফেসর ড. মাহবুবুল প্রতীক সিদ্দিক
সহকারী প্রক্টর
- » প্রফেসর ড. মোঃ আনিছুর রহমান মজুমদার
সহকারী প্রক্টর

শিক্ষা, গবেষণা, সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ

- » প্রফেসর ড. মোঃ হাম্মাদুর রহমান
পরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রিসার্চ সিস্টেম (বাউরেস)
- » প্রফেসর মুহাম্মদ জাভিদুল হক ভূঞা
সহযোগী পরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রিসার্চ সিস্টেম (বাউরেস)
- » প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মতিউর রহমান
সহযোগী পরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রিসার্চ সিস্টেম (বাউরেস)
- » প্রফেসর ড. ইফফাত আরা মাহজাবীন
পরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রসারণ কেন্দ্র (বাউএক)

- » প্রফেসর ড. মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন
পরিচালক, প্রফেসর গোলাম আলী ফকির সীড প্যাথলজি সেন্টার
- » প্রফেসর ড. মোঃ মাহমুদুল আলম
পরিচালক, ভেটেরিনারি টিচিং হাসপাতাল
- » প্রফেসর ড. জি. এইচ. এম. সাগর
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), প্রফেসর মুহাম্মদ হোসেন কেন্দ্রীয় গবেষণাগার
- » প্রফেসর ড. জি. এইচ. এম. সাগর
সহযোগী পরিচালক, প্রফেসর মুহাম্মদ হোসেন কেন্দ্রীয় গবেষণাগার
- » কৃষিবিদ মনির উদ্দীন আহাম্মেদ
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), কৃষি মিউজিয়াম
- » প্রফেসর ড. মোঃ আসাদুজ্জামান সরকার
পরিচালক, ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি এ্যাসুর্যান্স সেল (আইকিউএসি)
- » প্রফেসর ড. মোঃ শাহেদ রেজা
অতিরিক্ত পরিচালক, ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি এ্যাসুর্যান্স সেল (আইকিউএসি)
- » প্রফেসর ড. মুরাদ আহমেদ ফারুখ
অতিরিক্ত পরিচালক, ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি এ্যাসুর্যান্স সেল (আইকিউএসি)
- » ড. মেছবাহ উদ্দিন
পরিচালক, পিজিডি-ইন-আইসিটি
- » প্রফেসর ড. মোঃ শহিদুল ইসলাম
পরিচালক, ইন্টারন্যাশনাল ডেস্ক

কৃষিবিদদের
অবদান
ক্ষুধা মন্দার
অবসান

প্রিয়মন্ত্রিংশন
সেশন ২০২৫-২৬



কৃষিবিদদের
অবদান
ক্ষুধা মন্দার
অবসান

প্রিয়ালোচনা
সেশন ২০২৫-২৬

২৪

স্ট্যাটুটরি অফিসারবন্দ

- » কৃষিবিদ ড. মোঃ হেলাল উদ্দীন
রেজিস্ট্রার
- » প্রফেসর ড. হুমায়ূন কবির
ট্রেজারার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)



কৃষিবিদ ড. মোঃ হেলাল উদ্দীন
রেজিস্ট্রার

- » প্রফেসর ড. জোয়ার্দ্দার ফারুক আহমেদ
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
- » প্রফেসর ড. মোঃ মোশাররফ উদ্দীন ভূঞা
পরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)



প্রফেসর ড. হুমায়ূন কবির
ট্রেজারার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)



প্রফেসর ড. জোয়ার্দ্দার ফারুক আহমেদ
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)



প্রফেসর ড. মোঃ মোশাররফ উদ্দীন ভূঞা
পরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

“খ্যাতিকে ধরে রাখতে জানলে তা ধীরে ধীরে বাড়বেই” -টমাস স্মার্ট



শাখা প্রধান ও সহযোগীবৃন্দ

- » জনাব ফৌজিয়া আক্তার
লাইব্রেরিয়ান (ভারপ্রাপ্ত)
- » ডাঃ মোঃ সাঈদুর রহমান (শওকত)
চীফ মেডিক্যাল অফিসার
- » ডাঃ মোঃ শাহাদৎ হোসেন
চীফ মেডিকেল অফিসার, স্বাস্থ্য প্রতিবেদক শাখা
- » জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান
প্রধান খামার তত্ত্বাবধায়ক
- » প্রকৌ. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী
- » জনাব মোহাম্মদ তৌফিকুল ইসলাম
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), জনসংযোগ ও প্রকাশনা
- » প্রফেসর ড. মোহাম্মদ গোলজারুল আজিজ
পরিচালক, পরিবহন শাখা
- » প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ফেরদৌসুর রহমান খান
সহযোগী পরিচালক, পরিবহন শাখা
- » প্রফেসর ড. মোঃ রোস্তুম আলী
পরিচালক, আইসিটি সেল
- » ড. মোঃ শাহাদাত হোসেন
অতিরিক্ত পরিচালক, আইসিটি সেল
- » প্রফেসর ড. মোঃ আবুল মনসুর
পরিচালক, মাৎস্য বিজ্ঞান অনুষদীয় মাঠ গবেষণা কমপ্লেক্স
- » প্রফেসর ড. মোঃ সামছুল আলম
পরিচালক, প্রফেসর মোস্তফা আলী রেজা হোসেন ফিশ মিউজিয়াম এন্ড জার্মপ্লাজম সেন্টার
- » প্রফেসর ড. তামান্না হক
পরিচালক, বাউ-জার্মপ্লাজম সেন্টার

- » প্রফেসর ড. এ. কে.এম. আদহাম
পরিচালক, ফ্যাবল্যাব
- » প্রফেসর ড. মোঃ আরিফুল ইসলাম
পরিচালক, নিরাপত্তা কাউন্সিল
- » প্রফেসর ড. মোঃ আলমগীর হোসেন-২
কিউরেটর, বোটানিক্যাল গার্ডেন
- » জনাব মোঃ আসাদুল হক
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), ক্রীড়া প্রশিক্ষণ বিভাগ
- » প্রকৌঃ সালেহ আহমদ
প্রধান যন্ত্র প্রকৌশলী
- » জনাব মোঃ সারওয়ার জাহান
এডিশনাল রেজিস্ট্রার (শিক্ষা)
- » জনাব এ এস এম আবুল ফাত্তাহ
প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা
- » প্রফেসর ড. মোঃ দীন ইসলাম
সহযোগী পরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন
- » প্রফেসর ড. মোঃ আখতারুল আলম
সহকারী সুপার, শহীদ সাদ ইবনে মমতাজ পিএইচ.ডি. ডরমেটরি
- » জনাব এস. এম. আরিফুল ইসলাম
ছাগল, ভেড়া ও ঘোড়া খামারের অফিসার-ইন-চার্জ
- » জনাব শারমিন জাহান সাথী
কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রের কর্মাধ্যক্ষ
- » ড. অনিরুদ্ধ সরকার
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কৃষিবিদ গেস্ট হাউজ ও কমিউনিটি সেন্টার
- » প্রফেসর ড. এ. কে. এম. মাসুম
অফিসার-ইন-চার্জ, ডেয়ারি খামার

কৃষিবিদদের
অবদান
ক্ষুধা মন্দার
অবসান

প্রিয়মিত্রিশন
সেশন ২০২৫-২৬



কৃষিবিদদের
অবদান
ক্ষুধা মন্দার
অবসান

প্রিয়াজিৎশন

সেপ্টেম্বর ২০২৫-২৬

২৬

- » জনাব তানভীর আহমেদ
অফিসার-ইন-চার্জ, পোল্ডি খামার
- » প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মিজানুর রহমান
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ওয়েদার ইয়ার্ড
- » প্রফেসর ড. তানভীর রহমান
মৎস্য খামার, অফিসার-ইন-চার্জ
- » প্রফেসর ড. স্বপন কুমার পাল
অফিসার-ইন-চার্জ, কৃষিতত্ত্ব খামার গবেষণাগার

- » ড. আব্দুল্লাহ আল সুফিয়ান শুভ
অফিসার-ইন-চার্জ, শাহজালাল পশু পুষ্টি ফিল্ড ল্যাবরেটরী
- » প্রফেসর ড. মোঃ হারুন অর রশিদ
অফিসার-ইন-চার্জ, উদ্যানতত্ত্ব খামার
- » প্রফেসর ড. মোঃ মোক্তার হোসেন
অফিসার-ইন-চার্জ, স্থল পরিকল্পনা শাখা
- » প্রফেসর ড. মোঃ আশরাফুল হক
অফিসার-ইন-চার্জ, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন খামার গবেষণাগার

উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা কমিটি

১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) দক্ষিণ এশিয়ার কৃষি ভিত্তিক উচ্চশিক্ষা, গবেষণা ও উদ্ভাবনের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান। কৃষি ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার প্রসার এবং সমন্বয়ের লক্ষ্যে ১৯৬৩ সালে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা কমিটি (উশিগক) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানগুণ থেকেই উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল স্নাতকোত্তর শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা, তদারকি ও সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করে আসছে। বর্তমানে-এর অধীনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০টি বিভাগ এবং ৫ টি ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে এমএস, এমবিএ এবং পিএইচডি প্রোগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে। এসব বিভাগ ও ইনস্টিটিউটে মোট ৪৯টি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রোগ্রাম চালু রয়েছে, যা দেশ ও বিদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ১,৯৭৯ জন এমএস এবং ৩৬০ জন পিএইচডি শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত রয়েছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত মোট ২৫,৮৩৮ জন শিক্ষার্থী এমএস ও ১,১৬১ জন শিক্ষার্থী পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন, যা দেশের কৃষি, প্রাণিসম্পদ, মৎস্য, প্রযুক্তি এবং গ্রামীণ উন্নয়ন খাতে দক্ষ মানবসম্পদ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। পিএইচডি ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১০ সাল হতে উশিগক এর অধীনে “শহীদ সাদ ইবনে মমতাজ পিএইচডি ডরমিটরি” পরিচালিত হয়ে আসছে। ডরমিটরিটিতে মোট ৪৫টি কক্ষে ৯০ জন পিএইচডি শিক্ষার্থীর আবাসনের ব্যবস্থা রয়েছে। ডরমিটরির অভ্যন্তরস্থ লাইব্রেরিটি স্নাতকোত্তর পিএইচডি গবেষকদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে কাজ করছে। লাইব্রেরিতে পিএইচডি থিসিস, গবেষণা জার্নাল, রেফারেন্স বই এবং অন্যান্য একাডেমিক প্রকাশনার সমৃদ্ধ সংগ্রহ রয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীদের সমসাময়িক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলি সম্পর্কে অবহিত রাখার জন্য বাংলা ও ইংরেজি দৈনিক পত্রিকার ব্যবস্থা রয়েছে। উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা কমিটি ১০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত এবং এর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য। কমিটির সদস্য-সচিব হিসেবে কো অর্ডিনেটর প্রফেসর ড. মো. শামসুল আলম দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁর নেতৃত্বে ছয়জন কর্মকর্তা ও তিনজন সহায়ক কর্মচারীর সমন্বয়ে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম দক্ষতার সাথে পরিচালনা করছে।

“যে বিশ্বমানের হিত সাধন করে সেই শ্রেষ্ঠ মানুষ” -আল হাদিস



পাঠ্যক্রম

স্নাতক পর্যায় :

২০০১-২০০২ শিক্ষাবর্ষ হতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক পর্যায়ে কোর্স ক্রেডিট সিস্টেমের পদ্ধতিতে শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়েছে। বিভিন্ন অনুষদ থেকে বর্তমানে যে ডিগ্রীসমূহ প্রদান করা হয় তা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

১. ডি.ভি.এম.
২. বি.এসসি.এজি. (অনার্স)
৩. বি.এসসি.এ.এইচ. (অনার্স)
৪. বি.এসসি.এজি.ইকন. (অনার্স)
৫. বি.এসসি.এগ্রি.ইঞ্জি:
৬. বি.এসসি.ফিশারিজ. (অনার্স)
৭. বি.এসসি.ফুড ইঞ্জি:
৮. বি.এসসি. ফুড সেফটি ম্যানেজম্যান্ট
৯. বি.এসসি. বায়োইনফরমেটিক্স ইঞ্জি:
১০. বি.এসসি. ভেট সায়েন্স এন্ড এ.এইচ.

শিক্ষাবর্ষ :

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরিনারি অনুষদে ১০ সিমেন্টার এবং পশুপালন অনুষদে ৯ সিমেন্টার এবং অন্যান্য অনুষদ ও একটি ইনস্টিটিউটে বর্তমানে ৮ সিমেন্টার মেয়াদি কোর্স ও ইন্টারশিপ চালু রয়েছে। সিমেন্টার পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রত্যেকটি বিষয়ে অনুষ্ঠিত ক্লাসের শতকরা ন্যূনতম ৬০% ক্লাসে উপস্থিত থাকতে হবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য :

১. ক্লাশ শুরুর দুই সপ্তাহের মধ্যে নতুন ভর্তিকৃত কোন শিক্ষার্থী ক্লাসে গড়ে ৬০% এর কম উপস্থিত থাকলে তার ভর্তি বাতিল হয়ে যাবে।
২. ভর্তির সময় জমাকৃত মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষার মূল খ্রেডশীট এবং উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষার মূল খ্রেডশীট উঠিয়ে নিতে হলে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি বাতিল করে উঠিয়ে নিতে হবে।

স্নাতকোত্তর পর্যায় :

এম.এস :

উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা কমিটির তত্ত্বাবধানে ৬টি অনুষদ ও অন্যান্য ইনস্টিটিউটের অধীনে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে মোট ৫২টি বিষয়ে কোর্স সিস্টেমে ৩ সিমেন্টার মেয়াদী এম.এস. ডিগ্রী প্রদান করা হয়।

পিএইচডি :

পিএইচডি ডিগ্রী কার্যক্রমে ভর্তিচ্ছু প্রার্থীদের অবশ্যই এ বিশ্ববিদ্যালয় হতে সিমেন্টার পদ্ধতিতে থিসিসসহ (সিজিপিএ ৩.০০) স্নাতকোত্তর ডিগ্রী থাকতে হবে অথবা বার্ষিক পদ্ধতিতে পাশকৃত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ২য় শ্রেণি প্রাপ্ত হতে হবে অথবা অন্য বিশ্ববিদ্যালয় হতে সমমানের ডিগ্রী যা এ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত এমন যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে।

কৃষিবিদদের
অবদান
ক্ষুধা মন্দার
অবসান

পরিষ্কৃতিশন
সেশন ২০২৫-২৬

স্নাতক শ্রেণির জন্য ভর্তি, পূণঃভর্তি ও বিভিন্ন লেভেলে ধার্যকৃত ফি সমূহ

ক্রমিক	শ্রেণির নাম	টাকার পরিমাণ
১.	লেভেল-১, সিমেন্টার-১ এ ভর্তির ফি (সিমেন্টার ফি ১২০০.০০ টাকা সহ)	টাকা ৫৩৩৪.০০
২.	লেভেল-১, সিমেন্টার-১ এ হল সংক্রান্ত ফি	টাকা ৮৮০.০০
৩.	লেভেল-১, সিমেন্টার-১ এ পূণঃভর্তি ফি	টাকা ১৬০৮.০০
৪.	লেভেল-১, সিমেন্টার-১	টাকা ২৮২.০০
৫.	লেভেল-১, সিমেন্টার-১ (সিমেন্টার ফি ১২০০.০০ টাকা সহ)	টাকা ১৫২৯.০০
৬.	লেভেল-২, সিমেন্টার-১ (সিমেন্টার ফি ১২০০.০০ টাকা সহ)	টাকা ১৭৮০.০০
৭.	লেভেল-২, সিমেন্টার-২ (সিমেন্টার ফি ১২০০.০০ টাকা)	টাকা ১৫২৯.০০
৮.	লেভেল-৩, সিমেন্টার-১ (সিমেন্টার ফি ১২০০.০০ টাকা সহ)	টাকা ১৭৮৬.০০
৯.	লেভেল-৩, সিমেন্টার-২ (সিমেন্টার ফি ১২০০.০০ টাকা সহ)	টাকা ১৫৩৫.০০
১০.	লেভেল-৪, সিমেন্টার-১ (সিমেন্টার ফি ১২০০.০০ টাকা সহ)	টাকা ১৭৮৬.০০
১১.	লেভেল-৪, সিমেন্টার-২ (সিমেন্টার ফি ১২০০.০০ টাকা সহ)	টাকা ১৫৩৫.০০
১২.	লেভেল-৫, সিমেন্টার-১ (ভেটেরিনারি অনুষদ: সিমেন্টার ফি ১২০০.০০ টাকা সহ)	টাকা ১৭৮৬.০০
১৩.	হল সংক্রান্ত ফি ৪ লেভেল=২, ৩, ৪, এবং ৫ (ভেটেরিনারি অনুষদের জন্য)	টাকা ২৮০.০০

বিঃদ্র: লেভেল-১ সিমেন্টার-২ হতে সিমেন্টার ফি সিমেন্টার ফাইনাল পরীক্ষার ফরম পূরণকালীন সময়ে প্রদত্ত

ছাত্র-শৃঙ্খলাজনিত বিষয়ে প্রভোস্ট ও হাউজ টিউটরদের ক্ষমতা

- হলের ভিতরে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধে প্রভোস্ট মহোদয় এককালীন ১০০০/- (এক হাজার) টাকা এবং হাউজ টিউটরবৃন্দ এককালীন ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা তাৎক্ষণিক জরিমানা করতে পারবেন।
- বোর্ড অব রেসিডেন্স এন্ড ডিসিপ্লিনারি কমিটির মাধ্যমে নিয়ম লঙ্ঘনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের ১২ (বারো) মাস / ২ সিমেন্টার বহিস্কারের জন্য সুপারিশ করতে পারবেন।

“শরীরচর্চা শুধু শরীরকে সুস্থ রাখে না, দীর্ঘায়ুও করে” -হেনরি ওটন

কৃষিবিদদের
অবদান
ক্ষুধা মন্দার
অবসান

প্রিয়মেন্টরিশন
সেশন ২০২৫-২৬

ছাত্র-শৃঙ্খলা জনিত বিষয়ে প্রোস্ট্রর শাখার নিয়মাবলী ও ক্ষমতা

- প্রোস্ট্রর ও সহকারী প্রোস্ট্ররবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত প্রোস্ট্রর শাখা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের শৃঙ্খলা ও আচরণের তত্ত্বাবধান করে থাকেন। ছাত্র-ছাত্রীদের সুশৃঙ্খল আচরণ ও সদ্ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য প্রোস্ট্ররের নেতৃত্বে যে কোন ছাত্র-ছাত্রীর বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় “ছাত্র-শৃঙ্খলা অধ্যাদেশ” মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- প্রোস্ট্রর শাখা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল আবাসিক হল ও গবেষণাগার ব্যতীত সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন স্থানে ছাত্র-ছাত্রীদের শৃঙ্খলা ও আচরণ তত্ত্বাবধান করবেন।
- বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-সংসদ/হল সংসদসমূহ/ বিভাগীয় বা অনুষদীয় ছাত্র সমিতি ব্যতীত কোন নতুন ক্লাব, সমিতি বা ছাত্র সংগঠন মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে গঠন করা যাবে না।
- বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় মাইক বা শব্দ বিবর্ধক যন্ত্র ব্যবহার করার পূর্বে প্রোস্ট্ররের অনুমতি অত্যাবশ্যিক।
- প্রোস্ট্ররের পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় কোন প্রকার সভা, সম্মেলন, অনুষ্ঠান ও বিনোদনমূলক কার্যক্রম আয়োজন করা যাবে না।
- প্রোস্ট্রর কর্তৃক প্রণীত শৃঙ্খলার সাধারণ নিয়মাবলি লঙ্ঘন করে কোন ছাত্র-ছাত্রী অসদাচারণ করলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- বিশ্ববিদ্যালয়ে একক বা যৌথভাবে কোন ছাত্র-ছাত্রী কর্তৃক ছাত্র ধর্মঘট আহ্বান করা আইনত নিষিদ্ধ। ক্লাস, পরীক্ষা, গবেষণাগার, গ্রন্থাগার বা খামারের কাজে যোগদানেচ্ছ কোন ছাত্র-ছাত্রীকে বাধা প্রদান সম্পূর্ণরূপে শৃঙ্খলার পরিপন্থী। অনুমতি ব্যতিরেকে ছাত্র-ছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বা বাহিরে যে কোন প্রকার মিছিল বা মিটিং করা নিষিদ্ধ।

শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শৃঙ্খলা অধ্যাদেশ অনুযায়ী নিম্নোক্ত শাস্তির বিধান রয়েছে

১. প্রোস্ট্রর মহোদয় তাৎক্ষনিক ও এককালীন ১০০০/- টাকা জরিমানা করতে পারবেন।
২. সহকারী প্রোস্ট্রর মহোদয় তাৎক্ষনিক ও এককালীন ৫০০/- টাকা জরিমানা করতে পারবেন।
৩. প্রোস্ট্রর মহোদয় প্রয়োজনে ছাত্র বৃত্তি কর্তনের সুপারিশ করতে পারবেন।
৪. প্রোস্ট্রর মহোদয় ৬ মাস/১ সিমেন্টার বহিষ্কারের লক্ষ্যে সুপারিশ করতে পারবেন।
৫. বোর্ড-অভ্-রেসিডেন্স অ্যান্ড ডিসিপ্লিন কমিটির মাধ্যমে নিয়ম লঙ্ঘনকারী ছাত্র-ছাত্রীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণসহ তাকে যে কোন অপরাধের জন্য সরোচ্চ শাস্তি হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিভিন্ন মেয়াদে বা আজীবনের জন্য বহিষ্কার (Expulsion for good) করতে পারবেন।

আবাসিক হল ব্যবস্থাপনা

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসন ব্যবস্থাপনার জন্য বর্তমানে মোট ১৫টি হল রয়েছে। এগুলোর মধ্যে ৯টি ছাত্রদের জন্য এবং ৬টি ছাত্রীদের জন্য। নিম্নে সিট সংখ্যাসহ হল গুলোর নাম উল্লেখ করা হলো :

বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হল, প্রতিষ্ঠাবর্ষ ও সিট সংখ্যা

ক্রমিক নং	হলের নাম	প্রতিষ্ঠা বর্ষ	সিট সংখ্যা
০১	ঈশা খাঁ হল	১৯৬১	৪৮৮
০২	শাহজালাল হল	১৯৬৩	৩২৪
০৩	শহীদ শামসুল হক হল	১৯৬৫	৪৪৪
০৪	হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী হল	১৯৬৯	৪৪৮
০৫	ফজলুল হক হল	১৯৬৯	৪৪৮
০৬	শহীদ নাজমুল আহসান হল	১৯৭৩	৩৩৬
০৭	সুলতানা রাজিয়া হল	১৯৮৬	৬৪৮
০৮	আশরাফুল হক হল	১৯৮২	২৮০
০৯	শহীদ জামাল হোসেন হল	১৯৮৮	১৬৮
১০	মাওলানা ভাসানী হল	১৯৯৮	৬০৮
১১	তাপসী রাবেয়া হল	২০০২	৫১২
১২	জুলাই ৩৬ হল	২০১০	৬৫২
১৩	বেগম রোকেয়া হল	২০১৬	৮২০
১৪	কৃষি কন্যা হল	২০২২	৫৫০
১৫	বেগম খালেদা জিয়া হল	২০২৫	১২০০
মোট =			৭৯২৬

হলগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আবাসন ব্যবস্থা ছাড়াও ডাইনিং পরিচালিত হয়ে থাকে। এছাড়া হলে কমনরুম, টিভি রুম, পাঠাগার, নামাজ রুম, ক্যান্টিন ইত্যাদির সুব্যবস্থা রয়েছে। নিম্নে হল ব্যবস্থাপনার উল্লেখযোগ্য নিয়মাবলি প্রদান করা হলো :

- প্রত্যেক আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীকে রাত ৮.০০ মি. থেকে ভোর ৫.০০ মি. পর্যন্ত হলে উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক।
- কেবল প্রভোস্টের অনুমতি সাপেক্ষে এর ব্যতিক্রম হতে পারে।
- প্রভোস্টের অনুমতি ছাড়া কোন আবাসিক ছাত্র-ছাত্রী ছুটির সময় হলে থাকতে পারবে না।
- ছুটির সময় ছাড়া অন্যান্য সময় আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীগণ প্রভোস্টের অনুমতি ছাড়া হল ত্যাগ করতে পারবে না। কোন আবাসিক ছাত্র-ছাত্রী যদি অনুমতি ছাড়াই হলে অনুপস্থিত থাকে তবে তাকে প্রত্যেক দিনের জন্য পাঁচ টাকা হারে জরিমানা দিতে হবে।
- প্রভোস্টের পূর্ব অনুমতি ছাড়া কোন আবাসিক ছাত্র-ছাত্রী তার কোন অতিথিকে রাত কাটানোর জন্য হলে রাখতে পারবে না।

“তুমি বেঁচে থাকার জন্য খাবে, খাওয়ার জন্য বেঁচে থাকবে না” -সিসেরো

কৃষিবিদদের
অবদান
ক্ষুধা মন্দার
অবসান

প্রিয়াজিউশন
সেশন ২০২৫-২৬



কৃষিবিদদের
অবদান
ক্ষুধা মন্দার
অবসান

- প্রভোস্টের পূর্ব অনুমতি ছাড়া কেউ নিজের কক্ষ বদলাতে পারবে না।
- হলের ভেতর বা সংলগ্ন কোন জায়গায় প্রভোস্ট এর পূর্ব অনুমতি ছাড়া কোন প্রকার সভা করতে পারবে না।
- প্রভোস্টের অনুমতি ছাড়া হলে সংঘ বা সমিতি গঠন করা যাবে না এবং ছাত্র-ছাত্রী হলে কোন প্রকার পার্টির আয়োজন করতে পারবে না বা কোন বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারবে না।
- আন্তঃহল সভা ও উৎসবাদি প্রভোস্ট এর লিখিত অনুমতি নিয়ে অনুষ্ঠিত হতে পারবে।
- কোন আবাসিক ছাত্র-ছাত্রী হলে কোন পোষা জন্তু, পাখি বা মারণাস্ত্র, মাদক বা নেশা জাতীয় বস্তু রাখতে পারবে না।
- কোন আবাসিক ছাত্র-ছাত্রী হলে নিজস্ব কাজের লোক নিয়োগ করতে পারবে না।
- চিৎকার করা, অন্যকে বিরক্ত করে গান করা বা আপত্তিজনক শব্দ উচ্চারণ করা অবশ্যই নিষিদ্ধ।
- হলে কর্তব্যরত বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কর্মচারীকে ভীতি প্রদর্শন, দৈহিক নির্যাতন অথবা সরকারি কাজে বাঁধা প্রদান করা হলে তা শৃঙ্খলাবিরোধী কাজ বলে গণ্য হবে।
বিদ্যুৎচালিত যন্ত্রাদি ব্যবহার করা বা হলের বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থাদিতে অহেতুক ও অবাস্তিত হস্তক্ষেপ হলের শৃঙ্খলাবিরোধী কাজ বলে গণ্য হবে।
- প্রভোস্ট কর্তৃক নির্দেশিত ও নির্দিষ্ট সময়সূচিতে শুধু হল মিলনায়তন ব্যবহার করা যেতে পারে।
- প্রভোস্টের অনুমতি ছাড়া হলে কেউ বেতার বার্তাগ্রাহক যন্ত্র (ওয়্যারলেস রিসিভার) বা শব্দ বিবর্ধক (লাউড-স্পিকার) যন্ত্র ব্যবহার করতে পারবে না।
- হলের অভ্যন্তরে যেখানে সেখানে থুথু, আবর্জনা ফেলা নিষিদ্ধ।
- হলের অভ্যন্তরে কোথাও আপত্তিজনক, অশালীন বা রুচি বিবর্জিত ছবি প্রদর্শন নিষিদ্ধ।
- হলের আবাসিক কক্ষ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও ঝকঝকে রাখা কক্ষের আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীর একক অথবা যৌথ দায়িত্ব।
- প্রভোস্টের লিখিত অনুমতি ছাড়া ছাত্রদের হলে মহিলা অতিথি প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
- **বিঃদ্রঃ-উপরোল্লিখিত বিধিসমূহের কোন একটি লঙ্ঘিত হলে তা শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধ বলে পরিগণিত হবে।**

ছাত্রী হলের বেলায় ব্যতিক্রমসমূহ :

- বছরের অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রাত ৮:৩০ মি. থেকে সকাল ৬:০০ মি. পর্যন্ত এবং বছরের বাকি সময় রাত ৯:০০ মি. থেকে সকাল ৬:০০ মি. পর্যন্ত সকল আবাসিক
- ছাত্রীকে হলে উপস্থিত থাকতে হবে। ক্লাস ব্যতীত অন্য কোথাও যেতে হলে প্রভোস্ট মহোদয়ের অনুমতি নিতে হবে।
কোন আবাসিক ছাত্রী অভিভাবকের লিখিত আবেদনপত্র ছাড়া কোন বাসায় যাবার অনুমতি পাবে না।
 - হল কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত পুরুষ বহিরাগতদের হলে অবস্থান সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। তবে আবাসিক ছাত্রীদের মহিলা অতিথি/আত্মীয় স্বজনকে (বাংলাদেশ কৃষি
 - বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহির হতে আগত) দিনের বেলায় ছাত্রীদের কক্ষে নিতে হলে গেটের খাতায় সংশ্লিষ্ট ছাত্রী ও অতিথির নাম, ঠিকানা ইত্যাদি লিখে নেয়া যাবে।
রাত্রিযাপনকারী অতিথির ক্ষেত্রে অবশ্যই হল কর্তৃপক্ষের নিকট হতে অনুমতি নিতে হবে এবং কোন অবস্থায়ই কোন মহিলা অতিথি/আত্মীয়কে ৩ (তিন) দিনের বেশি রাখা যাবে না।

বিঃ দ্রঃ-আত্মীয় পরিচয়ে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত কোন ছাত্রী/মহিলাকে হলের কোন ছাত্রীর কক্ষে রাখা যাবে না।



বাকুবি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি

বাকুবি'র ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকগণের কৃষি ও তদসংশ্লিষ্ট বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণায় সহায়তা দিতে ১৯৬১ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্নেই পাকিস্তান কলেজ অব ভেটেরিনারি এন্ড এ্যানিমেল সায়েন্স এর পাঁচ হাজার ভলিয়ম বই-পুস্তক নিয়ে বর্তমান করিম ভবনের একটি কক্ষে লাইব্রেরির অগ্রযাত্রা শুরু হয়। ১৯৬৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণকেন্দ্রে ৪৪,০০০ বর্গফুট আয়তনের দ্বিতল ভবনে লাইব্রেরি স্থানান্তরিত হয়। যার নকশা আমেরিকান বিশিষ্ট স্থাপত্য শিল্পী রিচার্ড জে. নিউটা কর্তৃক তৈরি। ২০০৩ সালে উক্ত ভবনে ২২,০০০ বর্গফুট বিশিষ্ট তৃতীয় তলা নির্মিত হওয়ায় বর্তমানে লাইব্রেরির মোট আয়তন ৬৬,০০০ বর্গফুট। ১৯৬৩ সালের ১০ অক্টোবর সিডিকেটের ৩ নং রেজুলেশন অনুমোদনের মাধ্যমে “Ordinance Prescribing East Pakistan Agricultural University Library Rules” অনুমোদিত হয়ে আজো তদ্বারা লাইব্রেরি সুচারুরূপে পরিচালিত হচ্ছে। লাইব্রেরিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক গবেষক সহ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে ব্যবহারের দ্বার উন্মুক্ত। তাছাড়া যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে বহিরাগতরা লাইব্রেরি ব্যবহার করতে পারেন। ১৯৯০ সাল হতে বাকুবি লাইব্রেরিতে CAB-CD এর ব্যবহার এবং কম্পিউটার সার্চ সার্ভিসের মাধ্যমে কৃষি ও তদসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সাম্প্রতিক তথ্য সরবরাহ করা হয়ে আসছে। UNDP এর সহায়তায় SDNP প্রকল্পের মাধ্যমে লাইব্রেরিতে ২০০৪ সাল হতে ইন্টারনেট সার্ভিস চালু করা হয়। ২০০৬ সাল হতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে লাইব্রেরিতে ইন্টারনেট ব্রাউজিং সুবিধা সহ ব্যবহারকারীদের বিভিন্ন বিষয়ে Online Access সুবিধা দেওয়া হয়। বিশেষ করে FAO এর মাধ্যমে Research4life (AGORA, HINARI, OARE, ARDI, GOALI) এর প্রাতিষ্ঠানিক রেজিস্ট্রেশনকৃত ব্যবহারকারী হিসেবে জার্নালের Online Access সুবিধা গ্রহণ করা হয় এবং যা অদ্যাবধি চলমান আছে। ২০০৯ সাল হতে বাকুবি লাইব্রেরি Bangladesh Academy of Sciences এর মাধ্যমে Bangladesh INASP-PERI Consortium (BIPC) (বর্তমান নাম Library Consortium of Bangladesh (LiCoB) এর সার্বিক্ত্রপনকৃত সদস্য হওয়ার ফলে PERI নেটওয়ার্কভুক্ত প্রায় ২০(বিশ) টি অনলাইন পাবলিশার্সের প্রকাশিত কয়েক হাজার e-Journal এর Access সুবিধা গ্রহণ করা হয় এবং যা অদ্যাবধি চলমান আছে। বিগত ২০১২ সালে বাকুবি লাইব্রেরি University Grants Commission Digital Library (UDL) এর সদস্য হওয়ার ফলে প্রায় দশ হাজার ই-রিসোর্স এর Access সুবিধা গ্রহণ করা হয়। ২০২৪ সালে বাকুবি লাইব্রেরি ELSEVIER's নামক পাবলিশার্স এর নিকট হতে চার হাজার শিরোনামের e-Books সার্বিক্ত্রপন করা হয়, যা ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ডাউনলোড করে Google Drive এর মাধ্যমে libraryebooks@bau.edu.bd নামক ই-মেইলে আপলোড করে রাখা হয়েছে এবং যা বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে। সর্বশেষ ২০২৫-২৬ অর্থবছরে BdREN এর মাধ্যমে JSTOR এর e-Journal এর Access সুবিধা গ্রহণ করা হয় এবং যা অদ্যাবধি চলমান আছে। বর্তমানে লাইব্রেরির কার্যক্রমকে Automated করা হচ্ছে।

নিম্নবর্ণিত পাঁচটি উপ-শাখার মাধ্যমে লাইব্রেরির সার্ভিস সম্পাদন করা হয়ে থাকে :

১. **সংস্থাপন উপ-শাখা :** এ শাখার মাধ্যমে সার্বিক ব্যবস্থাপনা (প্রশাসন ও সংস্থাপন) নিয়ন্ত্রণ, হিসাব, বাজেট, নিরাপত্তা, রেকর্ড সংরক্ষণ ইত্যাদি কাজ করা হয়।
২. **সংগ্রহ ও বাঁধাই উপ-শাখা :** এ শাখার মাধ্যমে পুস্তক, সাময়িকীসহ সকল Library materials সংগ্রহণ ও সংযোজন রেজিস্টারে এন্ট্রি করা হয় এবং পুরোনো-ছেঁড়া বই, জার্নাল, পত্রিকা ইত্যাদি বাঁধাই সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।
৩. **পদ্ধতিকরণ উপ-শাখা :** এ শাখার মাধ্যমে পদ্ধতিকরণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী যথা- ক্যাটালগিং, ক্লাসিফিকেশন, ফাইলিং ইত্যাদি কাজ করা হয়। গ্রন্থাগারে সংগৃহীত বই-পুস্তকাদি, থিসিস ইত্যাদি বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে পাঠকের জন্য দ্রুত প্রসেস করত: ব্যবহার উপযোগী করাসহ খরন Master ডাটাবেজে এন্ট্রি করে পাঠক সেবা উপ-শাখায় প্রেরণ করা হয়।
৪. **রিডার সার্ভিস উপ-শাখা :** এ শাখার মাধ্যমে রিডার সার্ভিস যথা- লাইব্রেরির বই পুস্তক লেনদেন, স্ট্যাক, রেন্টাল বেসিসে বই প্রদান, রিজার্ভ নির্দেশিকা, সাময়িকী প্র-শাখা পরিচালনা করা ইত্যাদি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি করা হয়। লাইব্রেরির ব্যবহারকারীদের/সদস্যগণের খরনৎধু পথৎফ প্রদান করা, ক্লিয়ারেন্স প্রদান করা, পুস্তক ফেরত প্রদানের তাগিদ পত্র প্রেরণ করা সহ পাঠক সেবা সংক্রান্ত সার্বিক কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়।
৫. **শ্রাব্য-দর্শন ও ডকুমেন্টেশন উপ-শাখা :** এ শাখার মাধ্যমে শ্রাব্য-দর্শন ও ডকুমেন্টেশন সেবা যথা- অডিও-ভিডিও রেকর্ডিং, প্রদর্শন, অডিও ভিজ্যুয়েল সার্ভিস, উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় তথ্যাদি প্রস্তুত, সরবরাহ ও প্রকাশনা, আন্ত:লাইব্রেরী যোগাযোগ ও তথ্য বিনিময় করা হয়। এছাড়া বর্তমানে ইংলিশ ল্যান্ডমার্ক সার্ভিস, কম্পিউটার সার্চ সার্ভিস, ফটোকপি, ইন্টারনেট, ডিজিটাল লাইব্রেরি সার্ভিস, রিট্রিভ সার্ভিস ও বিভিন্ন অনলাইন প্রকাশকের ই-রিসোর্স যেমন-e-Books, e-Journals সার্ভিস, অনলাইন ডাটাবেজ বিশেষ করে Research4life ইত্যাদি ই-রিসোর্সসমূহের Online Access সুবিধা প্রদান করা হয়।

লাইব্রেরির সংগ্রহ : লাইব্রেরির বর্তমান মোট সংগ্রহ / মজুদ সংখ্যা ২,৭২,১০০ ভল্যুম (যার মধ্যে ৩৮,৮৪৬ ভল্যুম বাঁধাইকৃত সাময়িকী এবং ২৪,৭৭৮টি থিসিস রয়েছে)। চলতি সাময়িকীর সংখ্যা ৫৩ টি (হার্ড কপি), তন্মধ্যে সিডি আকারে ২টি (CABI, ASFA), যাতে প্রায় ৩০ টি সাময়িকীর এবস্ট্রাক্ট পাওয়া যায়। সংগৃহীত সাময়িকীর মোট শিরোনাম ২,১২৩ টি, ৭৭৭ টি শিরোনামে পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা-

কৃষিবিদদের
অবদান
ক্ষুধা মন্দার
অবসান

পরিমার্জন
সেপ্টেম্বর ২০২৫-২৬



কৃষিবিদদের
অবদান
ক্ষুধা মন্দার
অবসান

ডিজিটাল
সংশোধন

২০২৫-২৬

২৫,৫৮৪ টি, ২৪,৭৭৮টি খিসিসের মধ্যে এমএস খিসিস- ২৩৪৭৪টি এবং পিএইচডি খিসিস- ১৩০৪ টি, প্রজেক্ট রিপোর্ট ৬৯৯ টি এবং বাঁধাইকৃত জাতীয় দৈনিক পত্রিকা ৫,১৫০ ভল্যুম। উল্লেখ্য যে, ১৯৬৮ সাল থেকে বাকুবী লাইব্রেরিতে বিভিন্ন শিরোনামের জাতীয় দৈনিক পত্রিকা রেফারেন্স হিসাবে বাঁধাই করে রাখা হচ্ছে। এছাড়া অনলাইনে ৪০০০ শিরোনামের e-Books এবং প্রায় ২০(বিশ)টি অনলাইন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের ৩৪,৫০০+ এর অধিক ই-জার্নালের Full text access পাওয়া যায়।

সহযোগী পাঠ্য উপকরণ : বিভিন্ন ডাটাবেজ এর সিডি- ৩০ টি, এমএস এবং পিএইচডি এর সিডি- ৬,৫০০ টি মাইক্রোফিস ১,৪৯৪ টি, মাইক্রোফিল্ম ১০৫ টি, অডিও ক্যাসেট ৪০টি, ফিল্ম স্ট্রিপ ৫৯ টি এবং স্লাইডস ১৬টি।

ডিজিটাল লাইব্রেরি সেবা : ডিজিটাল লাইব্রেরি সেবা হিসেবে নির্ধারিত টজখ ব্যবহার করে বিভিন্ন প্রকাশকের ই-রিসোর্সসমূহ (ই-বুকস / ই-জার্নাল /ডিজিটাল আরকাইভ) ইত্যাদি এর সার্ভিস প্রদান করা হয়ে থাকে। যেমনঃ <http://library.bau.edu.bd>, www.udl-ugc.gov.bd, www.daatj.net, <http://dspace.bau.edu.bd>, <http://login.research4life.org/tagw/login.cshtml>, <https://www.research4life.org/r4125/>

<http://search.ebscohost.com/>, <http://www.jstor.org/>, <http://www.indianjournals.com/>, <http://www.banglajol.info/>

লাইব্রেরি ব্যবহারের নিয়ামাবলী : লাইব্রেরি ব্যবহারের জন্য প্রথমে লাইব্রেরির সদস্য হতে হয়। লাইব্রেরির নীচতলায় অবস্থিত রিডার সার্ভিস উপ-শাখার অফিস হতে খরনংধু ঙ্খৎফ সংগ্রহ করতে হয়। ইহা ছাড়া লাইব্রেরি ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয় না। খাতা ছাড়া অন্য কোন নিজস্ব পুস্তকাদি বা জিনিসপত্র লাইব্রেরির ভিতরে বহন করা নিষিদ্ধ। পাঠক সেবা উপ-শাখায় প্রয়োজনে ল্যাপটপ ব্যবহার করা যায়। লাইব্রেরি হতে বের হবার সময় গেইট কিপারের কাছে ইস্যুকৃত পুস্তকের গেইট পাশ জমা দিতে হয় এবং নিরীক্ষণের জন্য পুস্তক ও সদস্যপত্র দেখাতে হয়। পুস্তক ইস্যু করা ও ফেরত দেয়া লাইব্রেরির নীচতলায় ইস্যু কাউন্টার তথা লেনদেন প্র-শাখা হতে করা হয় তবে পাঠ্য পুস্তক লেনদেন লাইব্রেরির দোতলায় রেন্টাল প্র-শাখা হতে করা হয়।

পরিচয় পত্র প্রদর্শন সাপেক্ষে এম এস ও পিএইচ ডি শিক্ষার্থীগণ বুক স্ট্যাকে প্রবেশ করতে পারেন, তবে স্নাতক পর্যায়ে (বিএসসি অনার্স শ্রেণীর) শিক্ষার্থীদের স্ট্যাকে প্রবেশ উন্মুক্ত নহে।

এ ছাড়া লাইব্রেরির ব্যবহারকারী সদস্যগণের জন্য আরো পালনীয় বিষয় সমূহ হচ্ছে :

- লাইব্রেরিতে ঢোকান আগে পাঠকবৃন্দকে রিসিপশনে বা চেফিং কাউন্টারে লাইব্রেরি এটেনডেন্ট/গার্ড/গেইট কিপার এর নিকট তাঁহাদের ব্যক্তিগত বইপত্র, সাময়িকী, বাইন্ডিং ম্যাট্রিয়ালস, ব্যাগ, লাঠি, ছাতা, খোলা মোড়ক বা মুখবন্ধ করা ব্যাগ, অ্যাটাচি, পোর্টফোলিও, ব্রিফকেস, সংবাদপত্র, আলগা কাপড়চোপড়, ল্যাপটপ প্রভৃতি সামগ্রী জমা দিয়ে নম্বরযুক্ত একটি টোকেন সংগ্রহ করতে হবে।
- কোন মূল্যবান সামগ্রী যেমন টাকা পয়সা, স্বর্ণালংকার, মোবাইল ইত্যাদি থাকলে প্রবেশকারী সেগুলি নিজের কাছে রেখে ব্যাগ ও অ্যাটাচি জমা দিবে, অন্যথায় এ ধরনের মূল্যবান জিনিসপত্র হারাইয়া গেলে কর্মচারীরা দায়ী হবে না। তবে কোন কারণে রাখিলে ব্যবহারকারীর ব্যাগে রক্ষিত মূল্যবান সামগ্রী সম্বন্ধে লাইব্রেরির কর্মীকে অবহিত করিবেন অথবা নিজ দায়িত্বে রাখিবেন এবং ইহার ব্যত্যয় ঘটিলে বা ব্যাগে রক্ষিত কোন কিছু হারাইয়া গেলে লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন না।
- জমাকৃত সামগ্রী অবশ্যই টোকেন প্রদানের মাধ্যমে লাইব্রেরির কর্মীর নিকট হইতে লাইব্রেরি বন্ধ হওয়ার কমপক্ষে ১৫ মিনিট পূর্বে ফেরত লইতে হইবে। নতুবা জমাকৃত সামগ্রী হারাইয়া গেলে লাইব্রেরির কর্মী দায়ী থাকিবেন না। টোকেন হারাইয়া গেলে ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা জরিমানা প্রদান করিয়া প্রতিস্থাপন করিতে হইবে।
- লাইব্রেরি পরিত্যাগ করার পূর্বে লাইব্রেরি সামগ্রী বাহিরে আনার জন্য গেটপাস গেটে অবস্থিত লাইব্রেরি এটেনডেন্ট/গার্ড/গেইট কিপার এর নিকট জমা দিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে লাইব্রেরির কর্মচারী পাঠকদের লাইব্রেরি প্রাঙ্গণে বা গেটে তল্লাশি করিতে পারিবেন।
- ক্লাশ নোট এবং খাতা লাইব্রেরি কর্মীকে দেখাইয়া পাঠকক্ষে প্রবেশ করিতে হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, বাহির হইবার সময় অবশ্যই পুনরায় লাইব্রেরি কর্মীকে এ সকল সামগ্রী দেখাইতে হইবে। সুনির্দিষ্ট লিখিত অনুমতি ছাড়া পাঠকক্ষে অধ্যয়নের জন্য ইস্যুকৃত কোন বই অন্য কোথাও সরাইয়া রাখা যাবে না।
- ইস্যুকৃত পুস্তক নিয়ে পাঠকক্ষে প্রবেশ করা যাইবে না। লিখিত অনুমোদনের প্রেক্ষিতে লাইব্রেরি কার্ড জমা রেখে স্বল্প সময়ের জন্য রিডিং ম্যাট্রিয়ালস বাহিরে নেওয়া যাইবে। প্রত্যহ লাইব্রেরি বন্ধের আধা ঘণ্টা পূর্ব হইতে কোন পুস্তক ইস্যু করা হইবে না।
- লাইব্রেরি ব্যবহারকারীদের সবাইকে লাইব্রেরির অভ্যন্তরে নীরব ও শান্ত পরিবেশ বজায় রাখতে হবে এবং লাইব্রেরি বিধিমালা মান্য করে লাইব্রেরি প্রশাসনকে সহযোগিতা করতে হবে। যারা ইহার অন্যথা করবে তাদের লাইব্রেরি সুবিধা প্রদান করা হবে না।

বই পুস্তকাদি সম্পর্কিত তথ্য এবং ইস্যু করার নিয়ামাবলী : বই পুস্তকাদি সম্পর্কিত তথ্যাবলী লাইব্রেরির নীচতলায় সংরক্ষিত গ্রন্থসূচী (Library Catalog card) থেকে পাওয়া যাবে। সেখানে লেখক, শিরোনাম এবং বিষয় অনুযায়ী বর্ণনাক্রমিক ভাবে গ্রন্থসূচি সাজানো রয়েছে। গ্রন্থসূচি থেকে কল নম্বর সংগ্রহ করে অধিযাচন পত্রে লিখে তা লাইব্রেরির কর্মীকে দিলে প্রয়োজনীয় পুস্তকটি পাওয়া যাবে এবং কিছু নিয়ম কানুন অনুসরণ করে বই পুস্তক / সাময়িকী ইস্যু করা হয়। নিয়ম অনুযায়ী অভিধান, বিশ্বকোষ, বর্ষপঞ্জি, ডিরেক্টরি, এলমোনাক, প্রেসিডিংস, গেজেটিয়ার এবং পুরাতন প্রশ্নপত্র ইত্যাদি অন্যান্য

“মাদককে না বলুন, মাদক যুক্ত ক্যাম্পাস গড়ুন”



কৃষিবিদদের
অবদান
ক্ষুধা মন্দার
অবসান

প্রিয়ালটিশন
সেশন ২০২৫-২৬

সহায়ক সামগ্রী লাইব্রেরির ২য় তলার রিজার্ভ-রেফারেন্স প্র-শাখার পাঠকক্ষে বসে পাঠ ও পর্যালোচনা / ব্যবহার করা যাবে। অনুরূপভাবে সংরক্ষিত বইপত্র/পুস্তকাদি লাইব্রেরির কার্ড জমা দিয়ে দোতলার রিজার্ভ প্র-শাখার পাঠকক্ষে বসে পড়ার জন্য প্রদান করা হয়। এগুলো কোন অবস্থাতেই লাইব্রেরির বাহিরে নেয়ার অনুমতি নেই। স্নাতক শ্রেণীর শিক্ষার্থীগণ লাইব্রেরিতে 'কশান মানি' হিসাবে টাঃ ১০০.০০ (একশত) জমা দিয়ে এবং নিবন্ধন করে একটানা ১৪ (চৌদ্দ) দিনের জন্য ২(দুই) ভলিউম ধারে নিজের অধিকারে রাখতে পারবে। তবে তারা কোন জার্নাল নিতে পারবে না।

স্নাতকোত্তর তথা এম এস পর্যায়ে শিক্ষার্থীগণ লাইব্রেরিতে 'কশান মানি' হিসাবে টাঃ ১৫০.০০ (একশত পঞ্চাশ) জমা দিয়ে এবং নিবন্ধন করে একটানা ১৪ (চৌদ্দ) দিনের জন্য ৫(পাঁচ) টি ভলিউম ধারে নিজের অধিকারে রাখতে পারবে। পি এইচ ডি পর্যায়ের শিক্ষার্থীগণ লাইব্রেরিতে 'কশান মানি' হিসাবে টাঃ ২০০.০০ (দুইশত) জমা দিয়ে এবং নিবন্ধন করে জন্য সর্বোচ্চ ৭টি পুস্তক ৩০ দিনের জন্য ইস্যু করে নিজের অধিকারে রাখতে পারবে।

পাঠ্যপুস্তক রেন্টাল প্র-শাখা থেকে এক সিমেন্টারের জন্য ইস্যু করা হয়ে থাকে। একক / দলগত ভাবে প্রতিটি পাঠ্যপুস্তকের জন্য ১ টাকা হারে ভাড়া জমা দিয়া সর্বোচ্চ ৫টি পাঠ্যপুস্তকের ফি হিসাব শাখার নির্ধারিত ফরমের মাধ্যমে পূর্বালী ব্যাংক লিঃ, বাকুবি শাখায় জমা দিয়ে রসিদসহ আবেদন পত্র জমা দিয়ে কার্ড করে নিলে সংশ্লিষ্ট প্র-শাখা হতে পাঠ্যপুস্তক ইস্যু করা হয়।

জরিমানা : ইস্যুকৃত পুস্তক নির্দিষ্ট দিনে ফেরত না দিলে প্রথম ১০ দিনের যে কোন দিনের জন্য ন্যূনতম ১ টাকা এবং পরবর্তীতে আরো ২০ দিন পর্যন্ত প্রতি ৫দিনের জন্য ন্যূনতম ০.৫০ টাকা হারে জরিমানা দিতে হয়। ৩০ দিন পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৩.০০ টাকা। উল্লেখ্য যে, ৩০ দিন পর হতে বিলম্বজনিত জরিমানা প্রতিটি পুস্তকের জন্য টাঃ ০.২৫ হারে দেয়ার বিধান রয়েছে।

সাময়িকী সংক্রান্ত তথ্যাবলী : লাইব্রেরির নীচতলায় সাময়িকী প্র-শাখার কার্ডেজ-এ এবং বুক সেলতে সাময়িকীর শিরোনামের বর্ণানুক্রমে সংরক্ষিত রয়েছে। সাময়িকী ইস্যু করা হয় না, তবে পিএইচ ডি ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে সুপারভাইজারের সুপারিশক্রমে একই সময়ে সর্বোচ্চ ৫টি বাঁধানো সাময়িকী ৭ দিনের জন্য ইস্যু করা হয়।

শ্রাব্য-দার্শন সার্ভিস : লাইব্রেরির ৩য় তলার শ্রাব্য-দার্শন ও ডকুমেন্টেশন উপ-শাখার শ্রাব্য-দার্শন কক্ষে সংগৃহীত যন্ত্রপাতি যেমন ঃ- ফিলা প্রজেক্টর, ওপেক প্রজেক্টর, রেকর্ড প্লেয়ার, ভিডিও ক্যামেরা, অডিও ক্যাসেট প্লেয়ার, ভিসিআর, টিভি, মাল্টিমিডিয়া, ল্যাপটপ, কম্পিউটার, মাইক্রোফিল্ম/ মাইক্রোফিস রিডার ইত্যাদির মাধ্যমে সার্ভিস প্রদানের ব্যবস্থা আছে। অধিযাচনের বিপরীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের চলতি গবেষণা প্রকল্প এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি রেকর্ডিং করা হয়।

ফটোকপি সার্ভিস : লাইব্রেরির ২য় তলায় অবস্থিত ফটোকপি মেশিন হতে প্রতি ইম্প্রেশন ১.০০ টাকা নগদ পরিশোধ করে প্রতি কার্যদিবসে ফটোকপি সার্ভিস প্রদান কার হয়।

ডকুমেন্টেশন সার্ভিস : লাইব্রেরির ৩য় তলার শ্রাব্য-দার্শন ও ডকুমেন্টেশন উপ-শাখার ডকুমেন্টেশন কক্ষ হতে CD-ROM সার্ভিস সহ বিভিন্ন ডাটাবেজ (AGORA, OARE, HINARI, EBSCOhost) হতে জার্নাল আর্টিক্যাল/প্রবন্ধ/অ্যাবস্ট্রাক্ট সার্ভিস প্রদান করা হয়। ডিজিটাল লাইব্রেরি সার্ভিস হিসেবে বিভিন্ন চম্বধঃভডঃস (LiCoB,UDL) হতে Online Journal Access সুবিধা, রিপ্রিন্ট সার্ভিস, বিবিলিওগ্রাফী সার্ভিস, নিউজপেপার ইন্ডেক্সিং সার্ভিস, চলতি তথ্য জ্ঞাপন সেবা, নির্বাচিত তথ্য জ্ঞাপন সেবা ও Library & Information Statistical Service সহ বিভিন্ন ডকুমেন্টেশন সার্ভিস প্রদান করা হয়। এ ছাড়া ডকুমেন্টেশন উপ-শাখা হতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকদের প্রয়োজনে বিভাগীয় প্রধানের সুপারিশের মাধ্যমে লাইব্রেরিয়ান বরাবরে আবেদন করা হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচে BANSDOC, British Library Document Supply Centre (BLDSC) সহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধের রিপ্রিন্ট তথা জার্নাল-আর্টিক্যাল সংগ্রহ করে সার্ভিস প্রদান করা হয়ে থাকে।

লাইব্রেরি সার্ভিসের সময়সূচি

সার্ভিসের নাম	রবিবার থেকে বুহস্পতিবার	শনিবার দিন	শুক্রবার
লাইব্রেরির অফিস সময়	সকাল ৯.০০ টা হতে বিকাল ৫:০০ টা ; বর্তমানে ৯টা হতে বিকাল ৪ টা	বন্ধ	বন্ধ
পাঠক সেবা	সকাল ৮.০০ টা হতে রাত ৮.৩০ মি. (এপ্রিল হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত) সকাল ৮.০০ টা হতে রাত ৮.০০ টা (নভেম্বর হতে মার্চ মাস পর্যন্ত)	সকাল ৯.০০ টা হতে সন্ধ্যা ৬.০০ টা পর্যন্ত	বন্ধ
বই পুস্তক লেনদেন	সকাল ৮.১৫ হতে লাইব্রেরি বন্ধের ৩০ মিনিট পূর্ব পর্যন্ত	বন্ধ	বন্ধ
ফটোকপি সার্ভিস	সকাল ৮.১৫ হতে লাইব্রেরি বন্ধের ৩০ মিনিট পূর্ব পর্যন্ত	বন্ধ	বন্ধ
ডকুমেন্টেশন সার্ভিস	সকাল ৯.০০ টা হতে বিকাল ৫:০০ টা ; বর্তমানে ৯টা হতে বিকাল ৪ টা	বন্ধ	বন্ধ
ভিডিও রেকর্ডিং (অধিযাচনক্রমে)	অফিস সময়, অফিস সময়ের আগে ও পরে, প্রয়োজনে ছুটির দিন		
সরকারী ছুটির দিন এবং অবকাশকালীন সময়ে লাইব্রেরি বন্ধ			



আইসিটি সেল

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ-এ ২০১২ সাল থেকে ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি বা আইসিটি সেল নামক একটি স্বতন্ত্র শাখা অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

- ❖ এই শাখার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অনুষদ, প্রশাসনিক শাখা ও আবাসিক এলাকাসহ ছাত্রাবাস সমূহে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছে, যেন ছাত্র/ছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তাসহ সকলেই ইন্টারনেট/ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারে। বর্তমানে বাকবি-তে 4Gpbs ব্যান্ডউইথ চালু রয়েছে, যা পরিমানের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মধ্যে দ্বিতীয়।
- ❖ ছাত্র/ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে অনলাইনে নির্দিষ্ট ফরম পূরণ করে ছাত্র বিষয়ক বিভাগ থেকে আইডি কার্ড এবং ইনস্টিটিউশনাল মেইল এড্রেস সংগ্রহ করতে পারেন।
- ❖ বিভিন্ন অনুষদের স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং পিএইচ.ডি ডিগ্রীর ভর্তি প্রক্রিয়া এবং ফলাফল সম্পূর্ণ অনলাইন ভিত্তিক করা হয়েছে, ফলে ছাত্র/ছাত্রীরা এখন নিজ নিজ পরীক্ষাসমূহের ফলাফল নিজ নিজ পোর্টাল ব্যবহার করে অনলাইনে দেখতে পারেন।
- ❖ আইসিটি সেলের মাধ্যমে লাইব্রেরি, পরিবহন শাখাসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও প্রশাসনিক সংস্থার কার্যাবলি অনলাইনে সম্পাদন করা হচ্ছে এবং তথ্যগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্ভারে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।
- ❖ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অনুষদ, বিভিন্ন বিভাগ/শাখা অফিস এবং ইনস্টিটিউট এর জন্য আলাদা আলাদা ওয়েবসাইট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করে যাচ্ছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য শাখার অটোমেশনের কাজ চলমান রয়েছে।
- ❖ স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের সেমিস্টার এনরোলমেন্ট, ফরম পূরণ ফি প্রদান ছাত্র/ছাত্রীদের পোর্টাল এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে।
- ❖ বিশ্ববিদ্যালয়ের ERP সিস্টেম এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সকল ধরনের সার্টিফিকেট, প্রত্যয়নপত্র তৈরী এবং ভেরিফিকেশন এর কাজ চলমান রয়েছে।
- ❖ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পরীক্ষার পারিতোষিক বিল প্রস্তুত, প্রক্রিয়াকরণ ও বিল ছাড়করণ এবং ব্যাংকের মাধ্যমে শিক্ষকদের ব্যাংক হিসাবে অর্থ প্রেরণের কার্যক্রম অটোমেশন পদ্ধতিতে সম্পন্ন হচ্ছে।
- ❖ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক বিভিন্ন কার্যক্রম ডিজিটাল সাইনেজ এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন এবং ছয়টি অনুষদে প্রদর্শন করে যাচ্ছে।

ক্রীড়া প্রশিক্ষণ বিভাগ

“সুস্থদেহ সুন্দর মন” এই স্লোগানকে লালন করে ক্রীড়া প্রশিক্ষণ বিভাগ ১৯৬২ সাল থেকে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাত্রা শুরু করে। দীর্ঘ প্রতিকূলতা পাড়ি দিয়ে ক্রীড়া প্রশিক্ষণ বিভাগ আজ আধুনিক রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়াঙ্গনের ভাবমূর্তিকে তুলে ধরতে সহায়ক হিসেবে কাজ করছে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপাড়ার পাশাপাশি দৈহিক সুস্থতা ও মনন বিকাশে ক্রীড়া কার্যক্রম অত্যন্ত জরুরী। সুস্থ সমাজ গঠনে খেলাধুলার ভূমিকা অপরিসীম বিধায় দক্ষ ও কর্মঠ কৃষিবিদ তৈরীতে ক্রীড়া প্রশিক্ষণ বিভাগ পরোক্ষভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অত্র বিভাগের তত্ত্বাবধানে প্রতিদিন (শুক্রবার ব্যতীত) সকাল (৬টা-৮টা) এবং বিকেল (৩:০০মি. রাত ৯:০০মি.) এই দুই শিফটে শরীরচর্চা সহ বিভিন্ন খেলাধুলার দৈনন্দিন অনুশীলন পরিচালিত হয়ে থাকে। তাছাড়া প্রতি বছর নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয় আন্তঃহল, আন্তঃঅনুষদীয় বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং বাংলাদেশ আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নির্বাচিত টিম অংশগ্রহণ করে থাকে। ক্রীড়া প্রশিক্ষণ বিভাগে রয়েছে আধুনিক সরঞ্জামাদি সমৃদ্ধ ব্যায়ামাগার, জিমনেসিয়াম, স্টেডিয়াম যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা আলাদা আলাদা ভাবে পায় ব্যবহারের সুযোগ পায়। এই বিভাগের রয়েছে দক্ষ ক্রীড়া সংশ্লিষ্ট জনশক্তি যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদ ও হল

“কোন ঘটনা পুরোপুরি না জেনে, মন্তব্য করো না” - টমাস কিল

কৃষিবিদদের
অবদান
ক্ষুধা মন্দার
অবসান

পরিয়ন্ত্রিস্তান
সেশন ২০২৫-২৬



কৃষিবিদদের
অবদান
ক্ষুধা মন্দার
অবসান

পর্যায় ক্যাম্পেইন কার্যক্রম পরিচালনা করে আত্রহী খেলোয়াড়দের নিয়ে মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

উল্লেখযোগ্য অর্জন সমূহঃ

- ❖ আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় গুরু হওয়ার সূচনা লগ্ন থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীরা অদ্যাবধি কৃতীত্বের সাক্ষর রেখে চলেছে। বিশেষ করে ফুটবল, হকি, ক্রিকেট, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস, ক্যারাম, ওয়াটার পোলো, এ্যাথলেটিক্স।
- ❖ সাম্প্রতিক সময়ে শেষ হওয়া ২০২৫/২৬ সেশনে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্যারামে দ্বৈত (ছাত্র) চ্যাম্পিয়ান, ব্যাডমিন্টন (ছাত্র) রানার আপ, টেবিল টেনিস (ছাত্রী) রানার আপ এবং হকি ও বাস্কেটবলে সেমি ফাইনাল খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে।
- ❖ বর্তমান ক্রীড়ামোদী ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এ কে ফজলুল হক ভূঁইয়া মহোদয় ছাত্র/ছাত্রীদের পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলার ক্ষেত্রে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করে চলেছেন। উনার সরাসরি তত্ত্বাবধানে ২০২৪/২৫, ২০২৫/২৬ সেশনে আন্তঃহল ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস, দাবা, ক্যারাম, হ্যান্ডবল, ভলিবল এবং বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ২০২৫/২৬ সেশনে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ইভেন্টে হকি, বাস্কেটবল, ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস, ফুটবল এ অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের সাক্ষর রেখেছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

- ❖ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া উন্নয়ন বোর্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্টেডিয়ামের আধুনিকরণ ও বাউ ক্রীড়া কমপ্লেক্স (সুইমিং পুল, হ্যান্ডবল, ভলিবল, টেনিস কোর্ট) নির্মানের নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়। এর ফলে বাকুবির ছাত্র-ছাত্রীরা আরো বেশী ক্রীড়াক্ষেত্রে মনোনিবেশ করতে পারবে।
- ❖ প্রসঙ্গত, বাংলাদেশের ক্রিকেটের উন্নয়নে ২০১৯ সালে বাংলাদেশ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের (বিসিবি) সাথে বাকুবির এক সমঝোতা চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে।

হেলথ কেয়ার সেন্টার

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের হেলথ কেয়ার সেন্টার মূলতঃ একটি বহির্বিভাগীয় চিকিৎসা কেন্দ্র। বছরে সর্বমোট ২ (দুই) দিন অর্থাৎ (দুই ঈদের দিন) এ শাখা সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। এছাড়া, বছরের বাকি ৩৬৩ দিন ২৪ ঘন্টাই হেলথ কেয়ার সেন্টার খোলা এবং পালাক্রমে কমপক্ষে একজন করে চিকিৎসক সার্বক্ষণিক হেলথ কেয়ার সেন্টারে অবস্থান করে জরুরী দায়িত্ব পালন করেন। ০১৭৩৪-০৯৮৯৯৯ নম্বরে ডায়াল করে জরুরী চিকিৎসায় নিয়োজিত চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ করা যায়।

হেলথ কেয়ার সেন্টারে চিকিৎসা সেবা নিতে আসা ছাত্র/ছাত্রীদের করণীয়...

- ❑ প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর চিকিৎসা সেবা নেয়ার জন্য স্ব স্ব হল থেকে যথাশীঘ্র সম্ভব হেলথ কার্ড অবশ্যই সংগ্রহ করতে হয়। উক্ত হেলথ কার্ডের জন্য হল অফিসে ১ কপি ফটো জমা দিতে হয়।
- ❑ স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের জন্য হেলথ কেয়ার সেন্টারে আসার সময় সকল ছাত্র-ছাত্রীকে চিকিৎসার স্বার্থে স্ব স্ব হেলথ কার্ড অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে।
- ❑ হেলথ কেয়ার সেন্টারে মূলতঃ বহির্বিভাগীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা রয়েছে, এখানে কোন ইনডোর সার্ভিস নেই অর্থাৎ এখানে রোগী ভর্তির কোন ব্যবস্থা নেই।

“সুস্থ চিন্তাশক্তি নিয়ে বাচো এবং অন্যকে বাচতে দাও” -স্যামুয়েল লাভার



- ❑ জলবসন্তে আক্রান্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য হেল্থ কেয়ার সেন্টারে দুইটি আইসোলেশন কক্ষ আছে। রোগের বিস্তার রোধকল্পেই ভর্তি অবস্থায় ছাত্র রোগী ওয়ার্ডের বাইরে যেতে পারবে না এবং রোগীর কোন বন্ধু বান্ধব বা দর্শনার্থী ওয়ার্ডের ভিতর প্রবেশ করতে পারবে না।
- ❑ কেবলমাত্র গুরুতর অসুস্থ বা শয্যাশায়ী ছাত্র-ছাত্রী রোগীদের জন্য প্রত্যেক হলে “ডাক্তার কল বুক” আছে। রোগীর নাম, ঠিকানা, অসুখের বিবরণসহ প্রভোস্ট মহোদয়ের সুপারিশের মাধ্যমে উক্ত কল বুক ডাক্তারের নিকট পাঠাতে হবে।
- ❑ জরুরী এবং শয্যাশায়ী রেফার্ড রোগীদের উন্নত চিকিৎসার জন্য মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরের জন্য পরিবহন পুলে এ্যাম্বুলেন্স এর ব্যবস্থা আছে। চিকিৎসকের অনুমতি নিয়ে এ্যাম্বুলেন্স ব্যবহার করা যাবে।

স্বাস্থ্য প্রতিবেদক শাখা

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য প্রতিবেদক কার্যক্রমে আরো গতিশীলতা আনয়ন ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে স্বারক নং শা-১/৫৩৬(১২০) সংস্থাপন তারিখ- ১৮/০৭/২০১৩ মূলে হেল্থ কেয়ার সেন্টার এর আওতা থেকে স্বাস্থ্য প্রতিবেদক ইউনিট আলাদা করত: একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে স্বাস্থ্য প্রতিবেদক শাখা গঠন করা হয়। স্বাস্থ্য প্রতিবেদক শাখা বাকুবি চত্বরে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখা ও দৃষ্টিনন্দন রাখতে বাকুবি চত্বরের অফিস ও আবাসিক এলাকার জংগলাদি কর্তন, আগাছা পরিষ্কার, সিঁড়িকোঠায় ঝাড়, রাস্তাঘাট ঝাড় দেওয়া ও নর্দমা পরিষ্কার এবং ডাষ্টবিনের ময়লা, আর্বজনা ও বর্জ্য অপসারণের কাজ করে থাকে। এ শাখায় পরিবার পরিকল্পনা ইউনিটসহ প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম চালু আছে। বাংলাদেশের জাতীয় সম্প্রসারিত টীকাদান কর্মসূচী (ই.পি.আই) এর অধীনে বিশ্ববিদ্যালয় ছুটির দিন ব্যতিত প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার শিশুদের প্রতিবেদক টীকা প্রদান করা হয়। ১৫-৪৫বছর বয়সী বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীগণ ও তাদের পোষ্যসহ ছাত্রীদের টি.টি, টীকা দেওয়া হয়।

*পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে জরুরী সেবা গ্রহণে মোবাইলে ০১৭৯১-১৬৪২৪১ এবং ভ্যাকসিনেশন বিষয়ে ০১৭১০-৬৫০৯৬৬ নম্বরে যোগাযোগ করুন।

“Prevention is better than cure”

নিরাপত্তা শাখা

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা শাখার উদ্দেশ্য হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল স্থাপনা, ভবন, খামার এবং মাঠ গবেষণাগারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং যে কোন ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা প্রতিরোধ করা। এ শাখা প্রতিষ্ঠার পর থেকে ২৪ ঘন্টা ব্যাপী বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ধরনের স্থাপনা, ভবন এবং খামার এলাকার সুষ্ঠুভাবে নিরাপত্তার সুরক্ষা নিশ্চিত করার কাজ করছে। এ শাখার কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য নিরাপত্তা শাখাকে ৩ টি জোনে বিভক্ত করা হয়েছে। জোন ১ (আবাসিক এলাকা): বাকুবি এর বাসা নং বি-১৯ এর সামনের রাস্তা হতে কামাল রঞ্জিত মার্কেট হয়ে ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের বাস ভবন এবং ব্রহ্মপুত্র নদের পাড়সহ ১নং গেইট পর্যন্ত জোন-২ (অফিস এলাকা): বাকুবি এর বাসা নং বি-১৯ এর সামনের রাস্তা হতে কামাল রঞ্জিত মার্কেট, কে.বি.আই রোড, বোটানিকেল গার্ডেন হতে ব্রহ্মপুত্র নদের পাড় এবং ২নং গেইটসহ আশ-পাশের সকল অফিস ও হল সহুহ। জোন-৩ (খামার এলাকা): বাকুবি এর খামার এলাকা অর্থাৎ রেলওয়ে লাইনের পশ্চিম পার্শ্বের সমগ্র এলাকা। উল্লেখিত ৩টি জোনের ৩ জন কর্মকর্তা জোন-ইন-চার্জ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং স্ব-স্ব জোনের জোন ইন-চার্জগণ নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার কাজ করেন। পরিচালক, নিরাপত্তা কাউন্সিল এই শাখার সমস্ত কর্মকর্তাদের তদারকি/ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেন এবং প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তার সার্বিক তত্ত্বাবধানে এই শাখার সকল ধরনের কার্যক্রম পরিচালিত

“কর্মব্যস্ত লোকের জীবনে স্বপ্ন বলে কিছু থাকে না” -ডব্লিউ জি. বেনহাম

কৃষিবিদদের
অবদান
ক্ষুধা মন্দার
অবসান

ডায়েরি
সেশন ২০২৫-২৬

হয়ে থাকে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা অফিসের অধীনে প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তার আদেশ মোতাবেক ডিউটি অফিসার ২৪ ঘন্টা নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা তদারকি কাজ করেন। এই শাখায় নিরাপত্তা কর্মীগণ ২৪ ঘন্টা নিয়োজিত থেকে পালাক্রমে সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

নিরাপত্তা শাখার জরুরী যোগাযোগ নম্বর সমূহঃ

পরিচালক, নিরাপত্তা কাউন্সিল	-	০১৭১১-৩৯০৯৩৯
প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা	-	০১৭১২-৫০০৭৭৫
জোন ইন-চার্জ-১	-	০১৭১২-৭৫৩৯৪৭
জোন ইন-চার্জ-২	-	০১৭১২-১৯০৪২১
জোন ইন-চার্জ-৩	-	০১৭১৮-৯০৭৬৮৯

ডিউটি অফিসার (কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা অফিস)- ০১৮৩৪-৭৭২৯১৭, ০১৭১৯-৫৩৯১৪৪, ০১৯১৬-৩১১০১০

কৃষিবিদদের
অবদান
ক্ষুধা মন্দার
অবসান

যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ কমিটি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত “উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ” নীতিমালা অনুসরণে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রণীত নীতিমালার ৬(খ) নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক “যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ” কমিটি গঠন করা হয়।

সভাপতি	: প্রফেসর ড. মাহবুবা জাহান	০১৭১৬-৩৭০৭৩২
সদস্য সচিব	: প্রফেসর ড. বেনতুল মাওয়া	০১৭৬০-৭৪১৯৭৭

International Desk

International Desk was established in 2019 to look after the wellbeing of foreign students. This is located on the ground floor of the Students' Affairs Division. This Desk helps foreign students in online application process for admission, communication with relevant ministries of Bangladesh for their clearance for admission, communication with Bangladesh high commissions in countries of foreign students, high commissions of relevant countries in Dhaka to provide and obtain information, communication with national security agencies, UGC, updating students' information in foreign student information management system (FSIMS), helping in accommodation, celebrating national important days, arranging different programs for foreign students, playing important roles in establishment of the IELTS-registration center at BAU and so on.

Currently 117 (114 undergraduate program, 2 MS and 1 PhD) foreign students are studying in Bangladesh Agricultural University, Bangladesh. Among them 90 students are from Nepal and 27 students from Malaysia. The highest number of foreign students (27) are going to be admitted in the 2025-2026 session. It is important to note that BAU has the highest number of foreign students in Bangladesh. We are looking forward to increasing the number.

প্রিয়ালোচনা
সেশন ২০২৫-২৬



পরিবহন শাখা

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শহরে যাতায়াতের সুবিধার জন্য পরিবহন শাখার তত্ত্বাবধানে ১২টি ট্রিপ নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী চলাচল করে। এছাড়াও, ছাত্র-ছাত্রীদের খামার ও ফিল্ড ল্যাবরেটরিতে ব্যবহারিক ক্লাসে যাতায়াতের জন্য “ফার্ম বাস সার্ভিস” চালু রয়েছে।

ক্রমিক নং	বিশ্ববিদ্যালয় হতে বাস ছাড়বে		ময়মনসিংহ শহর হতে বাস ছাড়বে
০১	সকাল	০৭:০৫	০৭:৩০
০২	সকাল	০৮:০৫	০৮:২৫
০৩	সকাল	০৮:০৫	০৮:২৫
০৪	সকাল	১১:৩০ (শুধু ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য)	১২:০০
০৫	দুপুর	১২:৩০	০১:০৫
০৬	দুপুর	০১:১৫	০১:৪৫
০৭	দুপুর	০২:৩৫	০৩:০০
০৮	বিকাল	০৪:১০	০৪:৪০
০৯	বিকাল	০৪:১০	০৪:৪০
১০	বিকাল	০৫:০৫	০৬:০০
১১	বিকাল	০৫:০৫	০৬:১৫
১২	রাত	০৮:১০	০৮:৩০

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

- ১। ক্লাশ চলাকালীন দিনগুলিতে ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহারিক ক্লাশে যাতায়াতের জন্য ফার্ম বাস সার্ভিস চালু থাকবে।
- ২। ক্লাশ ছুটির দিন ১, ৫, ৭ ও ১১ নং ট্রিপ বন্ধ থাকবে।
- ৩। শুক্রবার ও সরকারী ছুটির দিন সমস্ত বাস সার্ভিস বন্ধ থাকবে।
- ৪। শনিবার বিকাল ০২:১০ মিনিটে ০১টি বাস ট্রিপ শহরে যাবে এবং ০৩:০০ ঘটিকায় টাউনহল থেকে ছেড়ে আসবে।
- ৫। যান্ত্রিক গোলযোগ, ধর্মঘট, হরতাল প্রভৃতি কারণে বাস ট্রিপ বন্ধ থাকলে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেনা।
- ৬। শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও তাদের পোষ্যসহ সংশ্লিষ্ট বৈধ কার্ডধারী ব্যক্তিবর্গ বাসে চলাচল করতে পারবেন।
- ৭। অবৈধ যাত্রী রোধকল্পে বাসকার্ড চেকিংয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করুন।

কৃষিবিদদের
অবদান
ক্ষুধা মন্দার
অবসান

পরিষ্কৃতিশন
সেশন ২০২৫-২৬

ছাত্র বিষয়ক বিভাগ

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সামগ্রিক সমস্যাবলি আলোচনার মাধ্যমে সুষ্ঠু সমাধানের জন্যে ছাত্র বিষয়ক বিভাগ হতে নিম্নবর্ণিত কার্যাদি নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করা হয় :

- ❖ ভর্তির পর প্রতিটি শিক্ষার্থীর পারিবারিক, অর্থনৈতিক, ক্রীড়া, সাংস্কৃতি ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্যাদি একটি ইনডেক্স বা সর্ববিবরণী ফরমে সংরক্ষণ করা হয়। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে স্ট্যাম্প সাইজ ফটোসহ ছাত্র বিষয়ক বিভাগে এসে উক্ত ফরম পূরণ করতে হয়।
- ❖ সর্ববিবরণী ফরম পূরণের পর তাদের মাঝে ডিজিটাল পরিচয়পত্র (আইডেনটিটি কার্ড) বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েব সাইটে (www.bau.edu.bd) পরিচয় পত্রের জন্য নির্ধারিত ফরম রয়েছে। উক্ত ফরমটি যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখা বাধ্যতামূলক।
- ❖ বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যয়নকালে কোন ছাত্র বা ছাত্রীর বিশেষ কোন সমস্যার কথা ছাত্র বিষয়ক বিভাগে জানালে উক্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
- ❖ এই বিভাগের সুপারিশ ছাড়া কোন ছাত্র-ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়ি ব্যবহার করতে পারবে না।
- ❖ এই বিভাগের তত্ত্বাবধানে বিশ্ববিদ্যালয়ের রোভার স্কাউট ও বি.এন.সি.সি. পরিচালিত হয়।
- ❖ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদসহ সকল হল সংসদ সমূহের নির্বাচন ও ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচি এ বিভাগের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।
- ❖ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ, হল সংসদসমূহ ও অনুষদীয় ছাত্র সমিতিসমূহ ব্যতীত অন্য কোন ছাত্র সংগঠন, সাংস্কৃতিক সংগঠন বা অন্য কোন অনুমোদিত সংস্থা বা গোষ্ঠীর সভা বা অনুষ্ঠানে বহিরাগত শিল্পী, বক্তা বা অতিথি আনার ক্ষেত্রে ছাত্র বিষয়ক উপদেষ্টাকে লিখিতভাবে যথাপূর্বে অবহিত করতে হবে।
- ❖ ছাত্রদের কর্মসংস্থান সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, পরামর্শ প্রদান ও নির্দেশনা কর্মসূচি, জাতীয় দিবসসমূহ উদ্‌যাপন, সাহিত্য ও সংস্কৃতি এবং ক্রীড়া ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের বিশেষ কৃতিত্ব নির্ধারণসহ শ্রেণিকক্ষ বহির্ভূত সহ-শিক্ষা অর্জনের ব্যাপারে তত্ত্বাবধান ও পরামর্শ প্রদান করা এই বিভাগের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।
- ❖ আর্থিক অসচ্ছলতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং বিশেষ চিকিৎসার জন্য এই বিভাগ থেকে ছাত্র কল্যাণ তহবিল পরিচালিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের সহায়তা প্রদান করা হয়।
- ❖ এছাড়া ছাত্র বিষয়ক বিভাগের তত্ত্বাবধানে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন মিলনায়তন ও টি.এস.সি কনফারেন্স হলের ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হয়।

কৃষিবিদদের
অবদান
ক্ষুধা মন্দার
অবসান

প্রিয়ালটিশন
সেশন ২০২৫-২৬



ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি)

ছাত্র বিষয়ক বিভাগের ব্যবস্থাপনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক ও পুরাতন ছাত্রদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সংযোগ রচনার উদ্দেশ্যে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র স্থাপনা করা হয়। ছাত্র জীবনে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নেতৃত্বের সৃজনশীল বিকাশ ঘটানো ও দায়িত্ববোধ জাগরণের উদ্দেশ্যে এ কেন্দ্রকে, সাহিত্য ও সংস্কৃতির গবেষণাগার রূপেও ব্যবহার করা হয়।

- ❖ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তাদের নাস্তা ও খাবার সরবরাহের জন্য একটি ক্যান্টিন পরিচালিত হয়।
- ❖ এই ভবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক সমিতির কার্যালয়, রোভার স্কাউট ডেন এবং একটি স্টেশনারি দোকান অবস্থিত।
- ❖ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সাংস্কৃতিক সৃজনশীলতার উন্মেষ ঘটানোর প্রয়োজনে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় বর্তমানে (ক) সংগীত সংঘ (খ) সাহিত্য সংঘ (গ) নাট্য সংঘ (ঘ) বিজ্ঞান সংঘ (ঙ) বিনোদন সংঘ (চ) ডিবেটিং সংঘ নামে ৬টি সংঘ পরিচালিত হয়। সকল সংঘ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে সৃজনশীল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করে থাকে। সংগীত সংঘের তত্ত্বাবধানে একটি সংগীত বিদ্যালয় নিয়মিতভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে যেখানে সংগীত, নৃত্য, যন্ত্রসংগীত যেমন-তবলা, বাঁশি, গিটার ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। সুদক্ষ সংগীত শিক্ষকদের পরিচালনায় ছাত্র-ছাত্রীদের সংগীতের বিভিন্ন শাখায় তিন বছর মেয়াদি একটি নিয়মিত কোর্স সমাপনান্তে ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (বাকসু)

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সৃজন ও মননশীল, শিক্ষামূলক, শিক্ষা সহায়ক ও শিক্ষাতিরিক্ত বিভিন্ন কার্যক্রম সংগঠনের মাধ্যমে তাদের অন্তর্নিহিত গুণাবলি তথা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশের লক্ষ্যে বাকসু'র কর্মসূচি পরিচালিত হয়ে থাকে। টিএসসি'র দোতলায় বাকসু'র অফিস অবস্থিত। কার্যকর অবস্থায় বাকসু'র ব্যবস্থাপনায় টিএসসি ভবনে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পৃথক পৃথক কমনরুম পরিচালিত হয়ে থাকে। বাকসু'র কার্যক্রম স্থগিত থাকা অবস্থায় ছাত্র বিষয়ক বিভাগের ব্যবস্থাপনায় এই সকল কর্মসূচি পরিচালিত হয়ে থাকে।

কৃষিবিদদের
অবদান
ক্ষুধা মন্দার
অবসান

প্রিয়মিত্রিশন
সেশন ২০২৫-২৬



কৃষিবিদদের
অবদান
ক্ষুধা মন্দার
অবসান

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ

শিক্ষাবর্ষ	সহ-সভাপতি	সাধারণ-সম্পাদক
১৯৬১-৬২	মোঃ আনোয়ারুল হক	মোঃ হাবিবুল হক
১৯৬২-৬৩	খন্দকার সিরাজুল ইসলাম	আহমেদ ফজলুর রহমান
১৯৬৩-৬৪	মোঃ মনসুরুল আমিন	খন্দকার নূরুল হক
১৯৬৪-৬৫	মোঃ নজরুল ইসলাম	ফজলে রাব্বি চৌধুরী
১৯৬৫-৬৬	এস.এম. কবীর	মোঃ মকবুল হোসেন
১৯৬৬-৬৭	শেখ হাবিবুর রহমান	জি.এম. নূরুল হুদা
১৯৬৭-৬৮	মোঃ ইয়াসিন আলী	শামসুল হক তালুকদার
১৯৬৮-৬৯	মোঃ জহির উদ্দিন তালুকদার	মোঃ আবদুল খালেক

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (বাকসু)

শিক্ষাবর্ষ	সহ-সভাপতি	সাধারণ-সম্পাদক
১৯৭০-৭১	মোঃ নজিবুর রহমান	আবদুর রাজ্জাক
১৯৭১-৭২	মোহাম্মদ রহমতুল্লাহ	মোঃ রফিকুল ইসলাম
১৯৭২-৭৩	মোহাম্মদ আলী	সাইদুর রহমান স্বপন
১৯৭৯-৮০	আবদুল মান্নান	প্রদীপ রঞ্জন কর
১৯৮৭-৮৮	মোঃ ফয়েজুল করিম	সৈয়দ এ. কে. এম. আসাদুল আমীন দাদন
১৯৮৮-৮৯	এ.কে.এম. আবদুল রফিক	ডা. মোঃ আওলাদ হোসেন
১৯৯০-৯১	মোঃ সাইদুজ্জামান কামাল	মোঃ শাহদাত হোসেন চঞ্চল
১৯৯৩-৯৪	মোঃ শাহদাত হোসেন চঞ্চল	সামছুল আলম তোফা
১৯৯৭-৯৮	মোঃ আব্দুস সালাম	আরীফ জাহাঙ্গীর

প্রিয়ালোচনা

সেপ্টেম্বর ২০২৫-২৬



জনসংযোগ ও প্রকাশনা দফতর

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি পরিস্ফুটনে জনসংযোগ ও প্রকাশনা দফতর কাজ করে আসছে। এ দফতর বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ ও প্রটোকল কার্যাবলী ছাড়াও প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউজ বুলেটিন ‘বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা’, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচিতি ও সাফল্য নির্ভর পুস্তিকা এবং ফোল্ডার সহ অন্যান্য যাবতীয় প্রকাশনার দায়িত্ব এ দফতরের উপর ন্যস্ত রয়েছে। এ দফতর ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে প্রচারের দায়িত্ব সহ বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত যেকোনো অনুষ্ঠান কভারেজ, তাত্ক্ষণিকভাবে সংবাদ-বিজ্ঞপ্তি, পত্রিকায় প্রকাশিত বিভ্রান্তিকর খবরের প্রতিবাদ ভাষ্য তৈরি, প্রতিবেদন, বক্তব্য, শিক্ষা, গবেষণা, সম্প্রসারণ সহ অপরাপর সাফল্য ও উন্নয়নমূলক ফিচার, সংবাদতথ্য, কর্তৃপক্ষীয় ভাষ্য সহ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে বিভিন্ন লেখালেখি, সমাবর্তন স্মরণিকা, বার্ষিক রিপোর্ট, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বাণী সহ অপরাপর প্রকাশনার পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন, ডায়েরির পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডের ছবিসহ খবর প্রেসবিজ্ঞপ্তি আকারে রেডিও, টেলিভিশন ও জাতীয় পত্র-পত্রিকা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েব-সাইট, ফেইসবুক এবং ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডে প্রদর্শন করার কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া এ বিভাগ থেকে বিক্রয়যোগ্য প্রকাশনার মধ্যে রয়েছে বাংলা ও ইংরেজি ডায়েরি, দেয়াল ক্যালেন্ডার, ডেস্ক ক্যালেন্ডার ইত্যাদি। এ বিভাগ থেকে জাতীয় দৈনিক ও অনলাইন পত্রিকা সমূহ থেকে উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত সংবাদ এবং বাকুবির খবর চিহ্নিত করে ক্লিপিংস প্রস্তুত করে মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয়কে প্রেরণ করা হয় এবং পরবর্তীতে তা বাইন্ডিং করে সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, ভর্তি বিজ্ঞপ্তি ও অন্যান্য দর্শনীয় বিজ্ঞাপন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশের দায়িত্ব ও জনসংযোগ ও প্রকাশনা দফতর পালন করে থাকে। কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মোতাবেক জাতীয় দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর দফতর/মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পোস্টার ও শুভেচ্ছা কার্ড সকলের মাঝে বিতরণ, মন্ত্রণালয় বা ইউজিসির অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন বিভাগ/শাখা, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে চাহিদা অনুযায়ী হালনাগাদ তথ্য যথা সময়ে সরবরাহ করা এবং কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করে থাকে জনসংযোগ ও প্রকাশনা দফতর।

মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন এবং ৫৪’র একুশ দফার ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্টের নিরক্ষুশ বিজয়ের ধারাবাহিকতায় বাঙালির স্বাধিকারের আন্দোলন দানা বাঁধে। বাঘটির শিক্ষা আন্দোলন, ৬৬’র ছয় দফা ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফার ভিত্তিতে ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়েছে এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। সত্তরের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে পাকিস্তানী সামরিক জান্তা বাঙালি জাতির উপর ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কাল রাত থেকে এক অসম যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়। মুক্তিযুদ্ধের সেই দিনগুলিতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার, আলবদর ও আলশামস নামধারী কুখ্যাত বাহিনীর সকল যড়যন্ত্র, ধ্বংসযজ্ঞ ও গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। একান্তরের ২৬ মার্চ সকালে ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি ভবন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এক স্বতঃস্ফূর্ত জমায়েতে উপস্থিত হন এবং সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. কিউ.এম. ফজলুর রহিম ঐ সভায় দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা দেন “আজ থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম হবে স্বাধীন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়”। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল সংখ্যক ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় হারায় জাতির ১৯ জন বীর সন্তান যারা দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য অকাতরে তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁরা আমাদের ছেড়ে চিরতরে চলে গেছেন-একথা যেমন সত্য, তেমনি এটিও সত্য যে, এই চিরঞ্জীব শহীদরা আত্মিকভাবে আজও আমাদের মাঝে বেঁচে আছেন এবং আগামী দিনগুলোতেও আমরা তাঁদের উজ্জ্বল উপস্থিতি বারবার অনুভব করব। বিশ্ববিদ্যালয়ের অমর শহীদদের মাঝে রয়েছে একজন শিক্ষকসহ এগারো জন ছাত্র ও ছয়জন কর্মচারী। একান্তরের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন জন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার নামে ছাত্রদের তিনটি আবাসিক হলের নামকরণ করা হয়েছে। হলগুলো হলো ঃ শহীদ শামসুল হক হল, শহীদ নাজমুল আহসান হল ও শহীদ জামাল হোসেন হল। ভাষা ও স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ ক্যাম্পাসে স্থাপন করা হয়েছে শহীদ মিনার, মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভ এবং বিজয়’ ৭১ নামে মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য। আজও ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে নির্মিত বধ্যভূমি পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ও রাজাকারদের নির্মম হত্যাকাণ্ড ও ঘৃণ্য যুদ্ধাপরাধের সাক্ষ্য বহন করে চলছে।

কৃষিবিদদের
অবদান
ক্ষুধা মন্দার
অবসান

পরিষদ

সেশন ২০২৫-২৬

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের তালিকা

ক্রমিক নং	নাম	পরিচয়	শাহাদাতের তারিখ
০১	ম. জামাল হোসেন	ছাত্র, ২য় বর্ষ, মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ	১৬ এপ্রিল
০২	নাজির আখতার কাশেম	ছাত্র, ৬ষ্ঠ বর্ষ, কৃষি প্রকৌশল অনুষদ	২৬ এপ্রিল
০৩	আব্দুল মতিন খন্দকার (টিপু)	ছাত্র, ২য় বর্ষ, মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ	০৮ মে
০৪	হাবিবুর রহমান	ছাত্র, ১ম বর্ষ, কৃষি অনুষদ	২৬ মে
০৫	আবুল কাশেম	ছাত্র, ১ম বর্ষ, ভেটেরিনারি অনুষদ	২৬ মে
০৬	খুরশীদ আলম (শিবলী)	ছাত্র, ৪র্থ বর্ষ, কৃষি অনুষদ	০২ জুলাই
০৭	আ.ন.ম. নাজমুল আহসান	ছাত্র, ৫ম বর্ষ, কৃষি প্রকৌশল অনুষদ	০৬ জুলাই
০৮	ম. শামসুল হক তালুকদার	ছাত্র, ৪র্থ বর্ষ, কৃষি অর্থনীতি অনুষদ	১০ আগস্ট
০৯	কাজী ম. মঞ্জুর হোসেন	ছাত্র, ১ম বর্ষ, ভেটেরিনারি অনুষদ	০৭ নভেম্বর
১০	ইব্রাহীম মোস্তফা কামাল	ছাত্র, ১ম বর্ষ, ভেটেরিনারি অনুষদ	১২ ডিসেম্বর
১১	মনিরুল ইসলাম আকন্দ	ছাত্র, ৩য় বর্ষ, মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ	তারিখ জানা যায়নি
১২	মোঃ তহসীন আলী	ছাত্র, ৩য় বর্ষ, কৃষি অর্থনীতি অনুষদ	তারিখ জানা যায়নি
১৩	এ.বি.এম. আশরাফ-উল-ইসলাম ভূঁইয়া	সহকারী প্রফেসর, পশু বিজ্ঞান বিভাগ	তারিখ জানা যায়নি
১৪	ম. আক্বাস আলী	কর্মচারী, ছাত্রাবাস	২২ এপ্রিল
১৫	মধুসূদন বর্মণ	কর্মচারী, মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ	২৩ এপ্রিল
১৬	ম. নুরুল হক	কর্মচারী, ছাত্রাবাস	১০ আগস্ট
১৭	ম. গাজী ওয়াহিদুজ্জামান	কর্মচারী	১৫ নভেম্বর
১৮	ম. হাসান আলী	কর্মচারী, কীটতত্ত্ব বিভাগ	২৯ নভেম্বর
১৯	গিয়াস উদ্দিন	কর্মচারী, ছাত্রাবাস	তারিখ জানা যায়নি

কৃষিবিদদের
অবদান
ক্ষুধা মন্দার
অবসান

পরিষদ
সেশন ২০২৫-২৬

২০২৬ সালের জুলাই পর্যন্ত স্নাতক শ্রেণি, এম.এস এবং পিএইচডি কোর্সে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের পরিসংখ্যান

অনুষদের নাম	স্নাতক		এম. এস.		পি-এইচ. ডি.		সর্বমোট
	ছাত্র	ছাত্রী	ছাত্র	ছাত্রী	ছাত্র	ছাত্রী	
ভেটেরিনারি	৫৮৭	৩৮১	২২৫	৯৪	৭৪	২৯	১৩৯০
কৃষি	৬৫৭	৭১৩	৫৯৮	৪১০	২৪৫	৬৫	২৬৮৮
এনিমেল হাজবেড্রি	৩৬৪	৩৬৯	১৪৫	১২১	৪৪	১৬	১০৫৯
কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজ বিজ্ঞান	১৮২	২৬৬	১০২	১১৮	৩৫	২২	৭২৫
আইএডিএস	০	০	১৩	০	-	-	১৩
কৃষি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি							
(ক) এগ্রিঃ ইঞ্জিঃ	১৯৯	১৯০	৬৯	৩৬	২৫	৭	৫২৬
(খ) ফুড ইঞ্জিঃ	৯০	১০৯	৩০	২৫	-	-	২৫৪
(গ) বায়োইনফরমেটিক্স ইঞ্জি.	৪০	১৮	-	-	-	-	৫৮
মাৎস্যবিজ্ঞান	১৮৯	২৯৫	১৩৯	১২৬	৪৬	১২	৮০৭
ইন্টারডিসিপ্লিনারি ইনস্টিটিউট ফর ফুড সিকিউরিটি (আইআইএফএস)							
ফুড সেফটি (অনার্স)	৫০	৬৯	-	-	-	-	১১৯
ফুড সেফটি (এম.এস.)	-	-	৫৭	২৪	-	-	৮১
হাওর ও চর উন্নয়ন ইনস্টিটিউট	-	-	৪৮	৬	-	-	৫৪
সর্বমোট =	২৩৫৮	২৪১০	১৪২৬	৯৬০	৪৬৯	১৫১	৭৭৭৪

স্নাতক, এম.এস এবং পিএইচডি কোর্সে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীর পরিসংখ্যান (৬ এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত)

অনুষদের নাম	স্নাতক	এম.এস/এম.এস	পিএইচ.ডি	মোট
ভেটেরিনারি অনুষদ	৪৭৫৫	৩২২৫	১২৮	৮১০৮
কৃষি অনুষদ	১৬৫০৩	১২৯১৩	৬৭৭	৩০০৯৩
এনিমেল হাজবেড্রি অনুষদ	৩৫৩৬	২৩২৯	৮৩	৫৯৪৮
কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান অনুষদ	২৮২৫	২১৭১	৭৬	৫০৭২
কৃষি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি	৩০৩৭	১৫৩৩	৫৮	৪৬২৮
মাৎস্যবিজ্ঞান	৩৮১৬	৩৪৭২	১২৫	৭৪১৩
সর্বমোট =	৩৪৪৭২	২৫৬৪৩	১১৪৭	৬১২৬২

বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সংখ্যা

পদ	সংখ্যা
শিক্ষক	৫৮৯
কর্মকর্তা	৪০৭
৩য় শ্রেণি কর্মচারী	৫৮৯
৪র্থ শ্রেণি কর্মচারী	৮৪৯
সর্বমোট =	২৪৩৪



কৃষিবিদদের
অবদান
ক্ষুধা মন্দার
অবসান

প্রিয়মিত্রিশন
সেশন ২০২৫-২৬



কৃষিবিদদের
অবদান
ক্ষুধা মন্দার
অবসান

প্রিয়মল্লিশন
সেশন ২০২৫-২৬

৪৬

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত সমাবর্তন

সমাবর্তনের ক্রম	অনুষ্ঠানের তারিখ	মাননীয় চ্যাপেলরবৃন্দের নাম
১ম সমাবর্তন	২৮.০৩.১৯৬৮	আব্দুল মোনায়েম খান গভর্নর
২য় সমাবর্তন	৩১.১২.১৯৭২	বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী মহামান্য রাষ্ট্রপতি
৩য় সমাবর্তন	০৫.০৬.১৯৯৪	বেগম খালেদা জিয়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
৪র্থ সমাবর্তন	২০.১২.১৯৯৭	শেখ হাসিনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
বিশেষ সমাবর্তন	১৮.০৪.১৯৯৮	শেখ হাসিনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
৫ম সমাবর্তন	০৫.০২.২০০৩	প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ মহামান্য রাষ্ট্রপতি
৬ষ্ঠ সমাবর্তন	০৮.০৩.২০১১	জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান মহামান্য রাষ্ট্রপতি
৭ম সমাবর্তন	২৩.০২.২০১৬	জনাব মোঃ আবদুল হামিদ মহামান্য রাষ্ট্রপতি
৮ম সমাবর্তন	১২.০২.২০২৩	মহামান্য রাষ্ট্রপতি মহোদয় এর অনুশাসনে মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিশেষ পদক ও বৃত্তি

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মেধা ও কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসেবে ট্রাস্ট ফান্ড থেকে স্বর্ণপদক ও বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। যথা:

- রমাপতিনাথ মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড
- মোঃ নুরুল হোসেন মেরিটরিয়াস অ্যাওয়ার্ড
- প্রফেসর ড. আব্দুস সালাম মিংগা ট্রাস্ট
- প্রফেসর জিন্নাত আরা বেগম পুরস্কার
- রাহেলা খাতুন মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড
- নূরজাহান-কোব্বাদ ট্রাস্ট ফান্ড
- ড. এস. ডি চৌধুরী ট্রাস্ট ফান্ড
- প্রফেসর ড. মোঃ শহীদুল হক স্মৃতি পুরস্কার
- প্রফেসর ড. জেড. এইচ. ভূইয়া ট্রাস্ট
- প্রফেসর করিম মেমোরিয়াল ট্রাস্ট
- ড. আব্দুল বাতেন খান ট্রাস্ট
- কৃষি প্রকৌশলী আখতার আহম্মদ ট্রাস্ট ফান্ড
- প্রফেসর এস.এম নাজমুল হক স্মৃতি ট্রাস্ট
- কেবিএ স্টাইপেন্ড



শিক্ষা সংক্রান্ত জরুরী তথ্যাবলী

২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের লেভেল- ১ সিমেন্টার-১ (জানুয়ারি-জুন/২০২৬) শ্রেণিতে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের একাডেমিক ক্যালেন্ডার :

বিবরণ	তারিখ
ওরিয়েন্টেশন	০৬.০৭.২০২৬
ক্লাশ শুরু	০৭.০৭.২০২৬
ক্লাশ টেস্ট	১৩.০৯.২০২৬
সাময়িক ক্লাশ বিরতি	২৯.১০.২০২৬
পরীক্ষাকালীন প্রস্তুতি	৩০.১০.২০২৬ - ১৪.১১.২০২৬
ফাইনাল পরীক্ষা	১৫.১১.২০২৬ - ১৪.১২.২০২৬
ফলাফল প্রস্তুত ও প্রকাশ	১৫.১২.২০২৬ - ২৮.১২.২০২৬

- বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ডিন্যান্স মোতাবেক ক্লাস শুরুর তারিখ অর্থাৎ ০৭.০৭.২০২৬ তারিখ থেকে ২ সপ্তাহের মধ্যে যদি কোন ছাত্র-ছাত্রী ক্লাসে যোগদান করতে ব্যর্থ হয় তাহলে তার ভর্তি বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ক্লাসে ন্যূনতম ৬০% উপস্থিতি নিয়ে সকল ক্লাস টেস্ট দিতে হবে নতুবা ভর্তি বাতিল হয়ে যাবে।
- ভর্তি বাতিল করলে অথবা কোন কারণে ভর্তি বাতিল হলে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা ভর্তি বাতিল ফি প্রদান করতে হবে।
- ভর্তি সময় জমাকৃত মূল কাগজপত্র ভর্তি বাতিল ব্যতীত অন্য কোন কারণে উত্তোলন করা যাবে না।
- ক্লাস শুরুর পূর্বে সংশ্লিষ্ট অনুষদের ডিন অফিস থেকে আই.ডি. ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর নিজ দায়িত্বে জেনে নিতে হবে।

কৃষিবিদদের
অবদান
ক্ষুধা মন্দার
অবসান

প্রিয়মিত্রিশন
সেশন ২০২৫-২৬

BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY

MYMENSINGH

Ordinance for Course-Credit Semester System of Undergraduate Studies at BAU (Fourth Amendment)

In pursuance of the powers and functions of Academic Council and Syndicate as per statutes of the University the ordinance for course-credit semester system of undergraduate studies (fourth amendment) has been approved with effect from the date of its approval by the Syndicate in its 299th meeting, held on 29-06-2012.

1. Degrees offered

The following undergraduate degrees have been offered by different Faculties and Institutes of the University:

- Doctor of Veterinary Medicine (DVM)
- Bachelor of Science in Agriculture (Honours)
- Bachelor of Science in Animal Husbandry (Honours)
- Bachelor of Science in Agricultural Economics (Honours)
- Bachelor of Science in Agricultural Engineering
- Bachelor of Science in Fisheries (Honours)
- Bachelor of Science in Food Engineering
- Bachelor of Science in Food Safety Management
- Bachelor of Science in Bioinformatics Engineering
- Bachelor of Science in Veterinary Science & Animal Husbandry

2. Curricula and Syllabi for the degrees

- (a) For each of the degrees mentioned in clause 1, there must be specific curricular layout and syllabi developed initially by the BOS, recommended by the Faculty, and approved by the Academic Council for adoption by the Syndicate as Curricula and Syllabi for that degree.
- (b) The approved curricular layout and syllabi for each of the degree offered shall be updated in regular interval.
- (c) Any corrections/modifications/amendments of the curricular layout and syllabi shall be proposed by the Faculty to the Academic Council as per provisions of the University Statutes.

কৃষিবিদদের
অবদান
ক্ষুধা মন্দার
অবসান

প্রিয়ালোচনা
শেখ ২০২৫-২৬





কৃষিবিদদের
অবদান
ক্ষুধা মন্দার
অবসান

প্রিয়মিত্রিশন
সেশন ২০২৫-২৬

3. Medium of instruction

The medium of instruction and assessment are both in English.

4. Definition

- (a) Course: A course is a set of lectures on a specific subject developed to offer in a semester period based on the approved syllabus.
- (b) Course teachers(s): A person or persons assigned responsibility by the Board of Studies (BOS), to design, develop and offer a course.
- (c) Semester: An academic year or level is divided into two semesters: Semester-1 and Semester-2 each covering twenty four weeks of course instruction including class test, semester final examination and preparation of results.
- (d) Credit: A credit means 1 contact hour per week for theory and 2 contact hour per week for practical.
- (e) Contact hour: Means number of hours of 60 min. (55 min. + 5 min. gap in between for venue change) per week needed to complete a theoretical course of instruction. The practical and laboratory classes of 2 hours duration will be taken as one credit hour, while practical classes of 3 contact hours will be considered as 1.5 credit hours. The home assignments of 0.5 credit hour may be combined with a practical course, if required by a BOS/Faculty. Five working days will be considered as one academic week. One working day may have eight contact hours with a recess of 1.5 hours after the 5th hour. Classes may be held between 08.00-13.00 and 14.30-17.30 hours. However, a Faculty may arrange its class routine using needed contact hours per day.
- (f) Course load: A maximum of 24 credit hours with not more than 12 courses (theory/practical) may be allowed in a semester.
- (g) GPA/CGPA: Means the weighted average of grade points obtained in all the courses undertaken by a student in a semester/all semesters of a study programme, calculated on a 4-point scale. The result of an optional course will not be used in GPA/CGPA calculation but it will be shown on the student's transcript with letter grade

5. Course designation and title

- 5.1. Each course shall be designated by a course identification number referring to the offering Department, level/semester of study and the nature of course (theory/practical). The course identification number shall consist of two parts. The first part – “Departmental code” shall have 2-5 capital letters. The second part – “Course number” shall have 4 Numerical digits. The first digit shall indicate the level (1/2/3/4/5), the second digit shall indicate the “Semester number” (either 1 or 2 as January-June or July-December, respectively), the third and fourth digit (01, 02, 99) shall indicate the “Course number” of respective department, where the odd numbers shall indicate “Theory” and even numbers as “Practical” courses of particular level and semester. A new course No. will have to be introduced for any change in the course title or switching the course from one semester to other.
- 5.2. The theory and practical courses of same subject matter may share the common title but they shall be considered independent courses with separate numbers for the purpose of evaluation and grading, and GPA/CGPA calculation.





কৃষিবিদদের
অবদান
ক্ষুধা মন্দার
অবসান

প্রিয়াজিগন
সেশন ২০২৫-২৬

৫০

6. Credit requirement and duration of study

- 6.1. Credit hour: Based on course content and weightage, individual courses will have different credit hour (or simply credit) as defined in clause 4 (d and e).
- 6.2. The total credits required to be earned or fulfilled for obtaining an undergraduate degree at BAU will be 150 or more depending on the respective Faculty Curricula as approved by the Academic Council for the degree.
- 6.3. i. The duration of study for the faculties of Agriculture, Agricultural Economics & Rural Sociology, Agricultural Engineering & Technology and Fisheries shall be 4 (four) academic years (levels) or 8 semesters; and the maximum admissible time limit is 7 (seven) years or 14 semesters; beyond which the study will end unsuccessfully.
ii. The duration of study for the Faculty of Veterinary Science shall be 5 (five) academic years (levels) or 10 semesters and the maximum admissible time limit is 8 (eight) years or 16 semesters; beyond which the study will end unsuccessfully.
iii. The duration of study for the Faculty of Animal Husbandry shall be 4 (four) years and 6 (six) months (levels) or 9 semesters and the maximum admissible time limit is 7 (seven) years and 6 (six) months or 15 semesters; beyond which the study will end unsuccessfully.

7. Faculty degree programme

The Faculty shall decide a set of core, collateral and elective courses required for the Faculty degree programme.

- (a) Core courses: The courses generally offered by the Departments of the Faculty and are needed to be taken by the students as compulsory.
- (b) Collateral courses: Those that the Faculty considers as essentially required (compulsory) for the degree programme, but are offered by the Departments of other Faculties. The syllabi of such courses shall be prepared by the BOS of the concerned Departments, and may be revised, if necessary, on the basis of the suggestions made by the Faculty which offers the degree and recommends these syllabi to the Academic Council for approval.
- (c) Elective courses: Those that are considered part of the degree requirement. The student shall choose and undertake the instructed number of elective course(s) for the fulfillment of the degree programme.
- (d) Besides, there shall be provision for a student to take some courses from within or outside his/her faculty as optional courses depending on the aptitude and load-bearing ability of the student. For optional courses(s) the student will attend class and seat for the examination but the results of the course(s) shall not be incorporated in GPA though shall be presented in the transcript in grade. Optional courses must be completed in regular eight semesters of four year period counted from the first admission.

8. Admission requirement

- 8.1. The students shall be admitted as per the existing rules of the University to the level-1, semester-1.
- 8.2. (a) If a student fails to attend the classes within the first two weeks of the L-1, S-1, his/her admission shall be cancelled automatically.
(b) A student after admission into L-1, S-1 shall have to sit for the class test in all courses with the requisite class attendance of minimum of 60%, failing which his/her admission shall be cancelled. However, Dean may consider the case if the average class



attendance of all courses of the student becomes 60%.

- 8.3. A student under certain specific condition might be allowed withdrawal from a semester and re-admission in the next academic year as detailed in clause 19.
- 8.4. A student shall get registered in each of the semesters on payment of necessary fees and shall be entitled to Course Record Card issued by the Dean of the Faculty.
- 8.5. Each student shall be given an ID number with seven digits - first two digits referring to the year of admission (e.g. 03 for 2003), next two digits the degree code of different faculties, such as -

Name of Degree	:	Degree Code
DVM	:	01
B.Sc. Ag. (Hons.)	:	02
B.Sc. A.H. (Hons.)	:	03
B.Sc. Ag. Econ. (Hons.)	:	04
B.Sc. Ag. Engg.	:	05
B.Sc. Fisheries (Hons.)	:	06
B.Sc. Food Engg.	:	07
B.Sc. Food Safety Management	:	08
B.Sc. Bioinformatics Engineering	:	09
B.Sc. Veterinary Science & Animal Husbandry	:	10

and the last three digits (commencing with 001) will be the roll number given to a student on first admission. The ID number of a student shall be carried in all semesters as his/her permanent class and exam roll number.

9. Semester course plan

A Course plan card delivered by the Dean of the Faculty shall be filled-in by every student following his/her first admission into level-1, semester-1 in consultation with his/her advisor assigned by the Dean of the Faculty. The card shall be checked by the respective Dean's office. A student will choose elective courses carefully from the approved faculty programme and curricula (clauses 2 and 7), so that the minimum course-credit requirements for the degree are eventually fulfilled. The courses planned, chosen and written on the card could be changed through application to the respective Dean of the Faculty within 10 days of the commencement of the semester classes.

10. Distribution of semester activities

Each semester shall have 24 working weeks distributed as follows:

কৃষিবিদদের
অবদান
ক্ষুধা মন্দার
অবসান

প্রিয়মিত্রিশন
সেশন ২০২৫-২৬



কৃষিবিদদের
অবদান
ক্ষুধা মন্দার
অবসান

প্রিয়ালটিশন
সেশন ২০২৫-২৬

৫২

- | | |
|---|----------|
| (a) Classes including class test | 16 weeks |
| (b) Semester final examination including preparatory recess | 6 weeks |
| (c) Preparation and publication of results | 2 weeks |

11. Course registration

At the time of registration in a particular semester each student shall complete five copies of a Course Record Card as designed by the Dean of the Faculty. After countersignature of the Dean, the card shall be maintained by the student himself/herself, the office of the Dean, Academic Section and Controller of Examinations shall keep a copy.

12. Marks distribution

12.1. Each course, Theory or Practical, irrespective of credit hours shall be evaluate on 100 marks basis for the convenience of assigning letter grade and grade point. The distribution of marks for a given course will be as follows:

i.	Class attendance	10	Marks
ii.	Class test (s)	20	“
iii.	Final examination	70	“
Total:		100	Marks

12.2. Marks for class attendance shall be allotted on the basis of the following criteria:

Attendance*	Marks
90% to 100%	10
80% to 89%	9
70% to 79%	8
60% to 69%	7
Less than 60%	0

* Percentage of attendance shall be calculated in round figures. A fraction of 0.5% or above shall be considered as 1%.

13. Classes and teaching of courses

- 13.1. The size of the theory class/section and practical group will be determined on the basis of the number of the students admitted into study programme by the respective Faculty.
- 13.2. A particular course (theory/practical) shall be taught by one or two course teachers per class/section or practical group as decided by the relevant Board of Studies.



13.3. The contact hour/frequency of classes per week for a theory/practical course will be according to credit hour (clause 4 d/e), as mentioned in the approved curricula layout for the course.

14. Examinations

14.1. Exam committee: In each concerned Department maximum a four-member Examination Committee (EC), will be proposed, as under, by the BOS for approval of the Dean of the Faculty with intimation to the Controller of Examinations by the Dean.

Composition of EC:

1.	Head of the Department	--	Chairman
2.	A Senior Teacher of the Department	--	Member
3.	One of the relevant Course Teachers	--	Member
4.	External member of the BOS	--	Member

The tenure of the Examination Committee (EC) will be 2 years

14.2. Major functions of EC: The EC shall-

- i. finalize/moderate the question paper for semester final examination as received from the paper setter;
- ii. get the questions printed and packed under security seal for sending it to the controller of examinations at least 3 days before the date of the final examination of particular theory course;
- iii. receive the evaluated scripts and mark sheets of final exam of Theory and Practical courses from the examiners, the marks and scripts of the class test, and marks of class attendance from the course teachers(s);
- iv. compile the course results (Grade sheet) in quadruplicate of both Theory and Practical courses in letter grade and grade point based on overall score (marks) of individual students in class test, class attendance and final examination;
- v. keep one copy of compiled grade sheet for future office use and references by the EC, and send three copies under sealed cover along with relevant papers/scripts to the Controller of Examinations for central tabulation of the results of all the courses and publication of semester results.

14.3. Class test:

- (a) The class test shall normally take place during 10-12 week of the semester. The course teachers may at their convenience conduct more than one class test. However, the cumulative value shall not exceed 20% of the total marks.
- (b) In case of double course teachers for a course in a theoretical class/section or a practical group, the question for the class test



কৃষিবিদদের
অবদান
ক্ষুধা মন্দার
অবসান

প্রিয়মিত্রিশন
সেশন ২০২৫-২৬

may be set mutually by both course teachers relevant to that class/section/group.

14.4. Class attendance: The total class attendance of students as compiled by the course teacher(s) shall be sent to the Dean within 3 days of class suspension. A student having less than 60% class attendance, in a particular course of a semester shall not be allowed to sit for the final exam for the said course. However, the Dean, before notification about the disqualification of such student from semester final examination, may consider his/her average class attendance covering all courses in that semester and allow him/her to sit for, if satisfied, with intimation to the Chairman, EC. But he/she will not get any marks for class attendance of that course.

14.5. Semester final exam

- (a) The Semester final examinations of all levels shall take place simultaneously and shall be conducted centrally by the Controller of Examinations in collaboration with the Dean of the concerned Faculty.
- (b) The Controller of Examination shall announce the date and schedule for the final examination on recommendation of the Dean, ordinarily one month prior to the commencement of the examinations.
- (c) Appointment of paper setter/examiners: The concerned BOS will propose, as communicated by its Chairman, a panel of question paper setter and examiners for Theory and Practical courses to the Dean of the Faculty (the degree offering Faculty) as per following guidelines:

Theory: One question paper setter and required number of examiner(s) from amongst course teacher(s).

Practical: One or two internal examiners from amongst the course teachers, and an external examiner other than the course teacher from within or outside the Department.

The appointment of examiners will be issued by the Controller of Examination, as approved by the Dean of the relevant Faculty.

- (d) For semester final exam the question-setter will set the question paper covering the whole of the syllabus of the course with different types of questions and submit it under sealed cover to the Chairman of the Examination Committee for moderation and necessary action as per schedule announced by the controller of Examinations.

14.6. Examination procedure (Final):

- ((a) The Controller of Examination shall conduct the Semester Final Examinations after collecting the printed question papers from the Chairman, Examination Committee in sealed cover.
- (b) The duration of a theory examination will be 2 hours for courses of 1-2 credits and 3 hours for courses of 3 or more credits. The duration of practical examination for courses of 1.5-2 credits will be 3 hours and that of 1 credit will be 2 hours.
- (c) The Controller, after completing the final examinations, shall distribute the scripts immediately to the paper setter/examiners for evaluation of the same.





কৃষিবিদদের
অবদান
ক্ষুধা মন্দার
অবসান

- (d) The examiner(s) shall examine the final answer scripts awarding numerical marks and send two copies of mark sheet under separate sealed cover; one copy to the Chairman EC and the other copy to the Controller of Examination. The evaluated scripts shall be sent to Chairman, EC also in separate sealed cover.
- (e) For practical examination the internal and external examiners shall mutually give the marks (numerical). The mark-sheet (duplicate) must be signed by all or two examiners. The evaluated scripts and mark-sheet should be sent as stated in clause 14.6 (d) concerning theory examination.
- (f) In the absence of an appointed examiner for practical examination the Chairman of the respective BOS shall appoint a new examiner with intimation to the Dean of the Faculty and Controller of Examinations for the record.

14.7. Results preparation: Having received the score sheets (marks) and scripts from the paper setter/examiners of the semester final examinations, compilation for the course(s) will be completed by the EC in letter grade and grade point based on score of the final examination, class test and attendance. The grade sheets of the course(s) will be compiled in quadruplicate, but triplicate copies along with all examined scripts and documents of class tests and semester final examinations and signed marks sheets for class attendance shall be sent to the Controller of Examinations by the Chairman, EC for necessary action for tabulation and publication of the results covering all courses taken by individual students.

15. Grading system

15.1. A letter grade having a specified number of grade point shall be awarded to each student for individual courses following conversion of numerical marks as shown below:

Numerical Grade*	Letter Grade		Grade Point
80% and above	A ⁺	(A Plus)	4.00
75% to less than 80%	A	(A regular)	3.75
70% to less than 75%	A ⁻	(A minus)	3.50
65% to less than 70%	B ⁺	(B Plus)	3.25
60% to less than 65%	B	(B regular)	3.00
55% to less than 60%	B ⁻	(B minus)	2.75
50% to less than 55%	C ⁺	(C Plus)	2.50
45% to less than 50%	C	(C regular)	2.25
40% to less than 45%	D		2.00
Less than 40 %	F		0

প্রিয়ান্তিগন
সেশন ২০২৫-২৬





Total marks for each course shall be compiled in round figures. A fraction of 0.5 or above shall be considered as next higher number (marks).

In the Transcript/Grade sheet, only the Letter Grade and the Corresponding Grade points, and finally the CGPA, not the numerical marks will be shown.

15.2. Grade D is the minimum passing grade. If a student gets D or a higher grade in a course he/she will be considered to have earned the requisite credit assigned for that course.

15.3. Absence in semester final exam for a course/courses will result in F grade in the concerned course(s).

15.4. Grade Point Average (GPA):

The following formula shall be used for calculation of semester GPA

$$GPA = \frac{\sum (G_i \times C_i)}{\sum C_i}$$

Where,

\sum = Sum of,

G_i = Grade point obtained in individual course(s) passed/completed,

C_i = Credit earned of respective courses.

15.5. Cumulative Grade Point Average (CGPA):

Cumulative Grade Point Average (CGPA) which is the weighted average of the GPAs of a student in all concerned semesters shall be calculated as follows:

$$CGPA = \frac{\sum (GPA_i \times TC_i)}{\sum TC_i}$$

Where,

\sum = Sum of,

GPA_i = Grade Point Average obtained in individual semester earned

TC_i = Total credits earned of respective semesters.



Both GPA and CGPA shall be calculated up to three decimal places.

16. Tabulation and publication of results

- (a) The Dean shall nominate three tabulators to the controller of Examinations for tabulating the results of different courses undertaken by both regular and repeater students in particular semester, and compilation of overall final results (Clause 21/a).
- (b) The tabulation of results shall be done in a way that transcripts of academic records of the candidates can be conveniently issued with provision of office records for future uses and references.
- (c) The controller of examinations upon receipt of tabulated results shall present them to the Examination Controlling Committee of the Faculty for reviewing the same and making recommendation for publication. The results shall be published by the controller of Exams after necessary approval by the Vice-Chancellor.

17. Academic progress, course registration at higher semester and probation

- 17.1. Students must maintain a GPA of 2.00 or more in each semester with at least D grade in all compulsory and elective courses. A student having GPA of 2.00 or more in a semester final result and no F grade in any course will be eligible for registration in the next higher semester as regular student.
- 17.2. A student who has obtained F grade in a course or courses of any semester may be allowed to register for courses in the next semester subject to clause of probation (17.3).
- 17.3. Academic probation: If a student is found to have accumulated, or at his/her disposal, ten or more courses (theory/practical) with F grade at the end of Level 2 or Level 3, he/she shall be placed under academic probation. During probation the student is debarred from enrolment for course registration at higher semester so as to enable him/her to devote full time to clear (pass) backlog courses with course repetition and repeat exam as applicable. However, when academic probation holder students will be able to lessen his/her repeat courses below 10 (ten), then he/she will be eligible for enrolment for course registration at higher semester.
- 17.3.1. A student under probation may be allowed to take repeat exam (clause 18) by the Dean in specific course(s) in which he/she has not taken any repeat exam earlier.

18. Repeat examination and course repetition

- 18.1. A student may be allowed to take repeat exam (final) to clear F grade in a course/courses in the next available semester when the concerned course(s) will be offered on regular basis (with retention of earlier in-course marks for class tests and class attendance).
- 18.2. The final exam for regular and repeat-students will be held on same question paper. If however it is required to be conducted on the modified and original syllabi to cater to both groups of students (regular and repeater), necessary o be provided for in the questions by the question paper setter/EC.



কৃষিবিদদের
অবদান
ক্ষুধা মন্দার
অবসান

প্রিয়মুক্তি
সেশন ২০২৫-২৬



কৃষিবিদদের
অবদান
ক্ষুধা মন্দার
অবসান

প্রিয়ালটিশন
সেশন ২০২৫-২৬

৫৮

- 18.3. If a student fails in a repeat exam he/she shall be required to enroll for course repetition without retaining any in-course marks; however, he/she may be allowed additional repeat exam by the Dean, if satisfied, subject to fulfillment of clauses of probation (17.3) and maximum time-limit for the study (6.3- i, ii, iii).
- 18.4. A student shall not be permitted to take a repeat exam for the purpose of improving a grade other than F.
- 18.5. A student completing all the repeat courses (if any) at the time of final examination (level-4 semester-2 for the Faculties of Agriculture, Agricultural Economics and Rural Sociology, Agricultural Engineering & Technology & Fisheries; level-5 semester-2 for the Faculty of Veterinary Science and level-5 semester-1 for the Faculty of Animal Husbandry) he/she will be treated as a regular student. On the other hand, a student failing to complete the courses as specified in level-4 semester-2; level-5 semester-2 and level-5 semester-1 respectively he/she will be treated as a repeat student.
- 18.6. A student having F grade in an elective or optional course may register for a substitute course if available or if situation permits instead of resorting to repeat exam or course repetition.
- 18.7. All necessary steps have to be taken towards holding all repeat examinations from the date of publication of the results of examinations (level-4 semester-2 for the Faculty Agriculture, Agricultural Economics and Rural Sociology, Agricultural Engineering & Technology, Fisheries; level-5 semester-2 for the Faculty of Veterinary Science and level-5 semester-1 for the Faculty of Animal Husbandry) within the period not exceeding 60 (sixty) days. It may be mentioned here that the students who have become unsuccessful in the said repeat examination are required to sit for the examination in the next available semester.

19. Withdrawal from a semester and re-admission

- 19.1. After filling the Examination Entry Form if a student owing to serious illness or an acceptable ground fails to sit for final exam in all courses of a semester or gets F grade in all courses, he/she may apply to the Dean of the Faculty through the Controller of Examination with supporting evidence within one week after the end of the semester final exam or within one week of the publication of the result respectively for total withdrawal from the semester with provision of re-admission/re-enrolment in it in the next semester.
- 19.2. A student who has been granted withdrawal from a semester, as spelled in clause 19.1, shall not be eligible for course registration in the next upper semester (of the same or different level); however, he/she can take repeat exam or enroll for course repetition to clear F grade(s), if any, of earlier semester(s).
- 19.3. If a student gets F grade in all courses of the first semester of level-1, he/she may apply to the Dean within one week of the publication of the results, for re-admission (in the level-1, semester-1) in the next academic year.
- 19.4. The student re-admitted/re-enrolment on any ground will not get extra time beyond the maximum limit, counted from the date of his/her first admission to complete the study as elaborated within the clause 6.3-i, ii & iii.
- 19.5. In case of break of study if a student apply to continue his/her study, he/she may be allowed for re-admission by the Dean of the faculty considering the reasonable ground if he/she can possibly cover with in maximum admissible time limit of the study, clause 6.3-i, ii & iii.





কৃষিবিদদের
অবদান
ক্ষুধা মন্দার
অবসান

20. Boycotting of an examination, adoption of unfair means and breach of discipline in an examination.

20.1. The followings shall be considered as examination offences:

- i. Copying from incriminating documents or from other's script,
- ii. Possession of incriminating documents,
- iii. Communicating with other(s),
- iv. Smuggling in/out of answer script(s),
- v. Using abusive language or holding out threat to Invigilator/Chief Invigilator,
- vi. Creating obstruction or disturbances inside examination hall,
- vii. Assault or attempt to assault an Invigilator/Chief Invigilator,
- viii. Possession of arms or other lethal weapons inside the examination hall,
- ix. Using cell-phone inside examination hall, and
- x. Any other offences not mentioned specifically above but considered by the Chief Invigilator as breach of discipline in the examination.

20.2. For any offence mentioned in 20.1, the concerned course-examination of the examinee who committed the offence shall be cancelled by the Chief Invigilator subject to report to the Examination Discipline Committee through the Controller of Examinations. The result of the said course shall be finalized with "F" grade.

20.3. Depending on the gravity of the offence, the Chief Invigilator may refer the case(s) to the Examination Discipline Committee for further disciplinary action. Disciplinary action shall be taken by the Examination Discipline Committee and that shall be reported to the Syndicate. The decision of the Examination Discipline Committee shall stand final. The Committee shall comprise as follows:

i)	Vice-chancellor	Chairman
ii-iii)	Two Deans to be nominated by the Vice-chancellor	Member
iv)	One non-salaried member of the Syndicate to be nominated by the Vice-chancellor	Member
v)	Student's Affairs Advisor	Member
vi)	Proctor	Member
vii)	Registrar	Member
viii)	Controller of Examinations	Secretary





কৃষিবিদদের
অবদান
ক্ষুধা মন্দার
অবসান

প্রিয়াজিউশন
সেশন ২০২৫-২৬

৬০

- Nominated members shall hold office for a term of two years. Four members shall form quorum in the meeting.
- 20.4. Students who either individually or jointly boycott the examination unlawfully shall be marked absent by the Chief Invigilator and the matter shall be referred to the Examination Discipline Committee for further disciplinary action.
 - 20.5. The Chief Invigilator shall submit the report on the offence committed by the examinee(s) to the Controller of Examinations in the prescribed form under sealed cover packet. The Controller of Examinations shall place the cases of unfair means along with relevant documents before the Examination Discipline Committee.
 - 20.6. Before taking any disciplinary action by the Examination Discipline Committee, a notice shall be served upon the examinee found guilty of examination offences to show-cause. The Examinee shall be given a time not less than 72 hours for replying the notice.
 - 20.7. The examinee who is identified in copying from incriminating documents or from other's script or found creating disturbances inside the examination hall or found possessing incriminating documents may be debarred from appearing at examinations in the current semester.
 - 20.8. The examinee who uses abusive languages or holds threat in the Examination Hall to the Chief Invigilator or Invigilator(s) or other persons engaged in the examination shall be debarred from appearing at examinations for not more than 3 (three) semesters.
 - 20.9. The examinee who assaults or attempts to assault the Chief Invigilator or Invigilator(s) or any other person(s) engaged in the examination shall be liable to a maximum punishment of debarment from subsequent examinations of the University and expulsion for good from the University.
 - 20.10. Any examinee found guilty of disclosing his/her identity or deliberately making symbolic marks in his/her answer script, the answer script shall be cancelled by script examiner and the matter be reported to the Controller of Examinations.
 - 20.11. The script of the examinee who has committed an Examination offence other than that defined in 20.10 shall not be sent to the Examiner for evaluation.
 - 20.12. A student expelled for adopting unfair means, shall not get extra time beyond the time limit as clarified vide clause 6.3-i, ii & iii to complete his/her study, if allowed re-admission.
 - 20.13. Any other cases not covered by the above rules shall be dealt by the Examination Discipline Committee in such a manner as it deems fit.

21. Final results, degree and certificate

- (a) At the end of level-4 semester-2; level-5 semester-1 and level-5 semester-2 (where applicable), the results of successful regular students of that semester and that of overall final results for graduation shall be published separately. The overall final results covering all semester results of regular successful students will be declared in order of merit based on CGPA, the transcript shall show the course number, course title, credits, contact hours, grade and grade point of individual courses, and GPA of each semester.



- (b) The final results of the repeater or irregular students after level-4 semester-2; level-5 semester-1 and level-5 semester-2 (where applicable) will be published on clearance of the course with F grade(s) and fulfillment of necessary course-credit requirement, without assigning and merit order.
- (c) The course number, course title, credits, contact hours, and letter grade obtained by the student in optional course(s), if any, will be shown on the transcript. However, the results of optional course(s) shall not be considered in calculation of the GPA and CGPA.
- (d) The registrar may issue the provisional certificate to a successful candidate on demand. The original certificate of the degree shall normally be issued during convocation of the University.

22. Vice-Chancellor's merit list and award

A student securing highest CGPA in his/her degree program will be eligible to obtain Vice-chancellor's merit award in recognition of his/her outstanding performances with provisions of free studentship and special merit scholarships tenable for eighteen months. A student with record of "repeat" results and misconduct will not be considered for this merit award.

23. Dean's merit list and award

Names of students having GPA of Top 3 percent (decimal will be considered as full number) amongst the students passed in a level (academic year) will be included in the Dean's list published every year in recognition of their outstanding performances with provisions of free studentships and special merit scholarships tenable for twelve months. A student with record of "repeat" results and misconduct will not be considered for this merit award.

24. Anything not covered by this ordinance and that may arise in course of time in the implementation of the ordinance, shall be referred to the Academic Council for resolution and disposal.

বিঃ দ্রঃ বিগত ১৩.১১.২০০৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের ২৬০ তম অধিবেশনে গৃহীত ২ (ক) নং সিদ্ধান্তমূলে অনুমোদিত

এবং

বিগত ০৬-১১-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত শিক্ষা পরিষদের ১৮১ তম অধিবেশনে গৃহীত ৭ ও ১৫ নং সুপারিশ
বিগত ১২-১১-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের ৩১৩ তম অধিবেশনে গৃহীত ২ নং সিদ্ধান্তমূলে সংশোধিত

কৃষিবিদদের
অবদান
ক্ষুধা মন্দার
অবসান

প্রিয়মিত্রিশন
সেশন ২০২৫-২৬

জুলাই'২৪ আন্দোলনে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

জুলাই'২৪-এর কোটা বিরোধী আন্দোলনের ঢেউ যখন সারাদেশে ছড়িয়ে পরে তখন বাকুবিও এর বাইরে ছিলো না। চাকুরীতে অযাচিত কোটার নিয়ম বাতিলের আন্দোলন শুরু হয় বাকুবিতে এবং এতে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী শিক্ষকসহ অন্যান্য সাধারণ শিক্ষকরা সমর্থন দেন ও ১৬ই জুলাই ২০২৪ দেশব্যাপী সংঘটিত ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে ছাত্রদের আয়োজিত গায়েবানা জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। কালক্রমে জাতীয় পর্যায়ে এ আন্দোলন বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে পরিণত হলে বাকুবির তৎকালীন প্রশাসনের অযাচিত হস্তক্ষেপে শিক্ষার্থীদের হল ছেড়ে দিতে বাধ্য করা হয় ও ক্যাম্পাসে আন্দোলন সাময়িক বাধাগ্রস্ত হয়। তদুপরি কিছু শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের আশে-পাশে থেকে আন্দোলন চালিয়ে যায়। তবে অধিকাংশ শিক্ষার্থী নিজ নিজ এলাকায় ফিরে গিয়ে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন তথা এক দফার আন্দোলনে যোগ দেয়। যুগপৎভাবে জাতীয়তাবাদী ঘরানার শিক্ষক ও কর্মকর্তারাও এই আন্দোলনে জীবন বাজি রেখে অংশগ্রহণ করেন। নির্বিচারে ছাত্র-জনতা হত্যা এবং স্বৈরাচারী সরকারের নৃশংস ও ফ্যাসিস্ট আচরনের প্রতিবাদে বাকুবির শিক্ষকবৃন্দ মুখে কালো কাপড় বেঁধে মিছিল করেন, প্রতিবাদ সমাবেশ করেন, ক্যাম্পাসের অবরুদ্ধ মাটিতে "মার্চ ফর জাস্টিস"-এর আয়োজন করে ফ্যাসিস্ট সরকারের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করেন। এছাড়া বাকুবির শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মকর্তারাও ময়মনসিংহ শহরের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমানে দায়িত্বরত মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এ কে ফজলুল হক ভূঁইয়া উক্ত সমাবেশে ছাত্রদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে বক্তব্য প্রদান করেন। ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয় বাংলাদেশে সর্ব প্রথম ১৬ জুলাই ২০২৪ সন্ধ্যা রাত ৮.০০ টায় প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবী করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করেন এবং তার পর থেকেই পরিপূর্ণ ভাবে উচ্চকণ্ঠে সবাইকে নিয়ে ঐতিহাসিক বিজয়ের দিন পর্যন্ত তিনি মাঠে ছিলেন। এছাড়াও উক্ত সমাবেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দও বক্তব্য রেখে, আর্থিক ও নৈতিক সমর্থন দিয়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। বাকুবি ক্যাম্পাসে ছাত্র-শিক্ষক ও কর্মকর্তারা চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সক্রিয় ছিলেন। এভাবে পুরো বাংলাদেশের মতই আন্দোলন সংগ্রামে বাকুবির পবিত্র মাটি স্বৈরাচারের রাহু মুক্ত হয়।

কৃষিবিদদের
অবদান
ক্ষুধা মন্দার
অবসান

প্রিয়মল্লিশন
সেশন ২০২৫-২৬



ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষ নির্দেশাবলী

- ছাত্র-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিধিমালা মেনে চলতে হবে।
- ছাত্র-ছাত্রীদের আইডি কার্ড সার্বক্ষণিক সঙ্গে রাখতে হবে।
- ক্লাস টেস্ট ও সিমেন্টার সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের নিমিত্তে ক্লাসে ন্যূনতম উপস্থিতি ৬০% থাকতে হবে।
- সেশন ফি সহ অন্যান্য পাওনাদি নিয়মিত পরিশোধ করতে হবে।
- আবাসিক হলসমূহের নিয়ম-কানুন যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে। বিশেষ করে ছাত্রী হলে প্রবেশের সর্বশেষ সময় (শীতকালীন সময় রাত ৮:৩০ মি. ও গ্রীষ্মকালীন সময় রাত ৯:০০ মি.) অবশ্যই মেনে চলতে হবে।
- সকল প্রকার মাদক সংশ্লিষ্টতা পরিহার করতে হবে এবং এড়িয়ে চলতে হবে।
- ফ্যাসিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সর্বদা সোচ্চার থাকতে হবে।
- বৈষম্যহীন বাংলাদেশ বিনির্মাণে সচেষ্টিত থাকতে হবে।
- যে কোন সমস্যায় ছাত্র বিষয়ক বিভাগে সরাসরি যোগাযোগ করতে হবে।



কৃষিবিদদের
অবদান
ক্ষুধা মন্দার
অবসান

প্রিয়মুক্তি
সেশন ২০২৫-২৬

ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কমিটি ২০২৫-২৬

» প্রফেসর ড. মোঃ শহীদুল হক ছাত্র বিষয়ক উপদেষ্টা	সভাপতি	» প্রফেসর শরীফ-আর-রাফি প্রভোস্ট, মাওলানা ভাসানী হল	সদস্য
» প্রফেসর ড. মোঃ বাহানুর রহমান ডিন, ভেটেরিনারি অনুষদ	সদস্য	» প্রফেসর ড. ইসরাত জাহান শেলী প্রভোস্ট, তাপসী রাবেয়া হল	সদস্য
» প্রফেসর ড. জি.এম. মুজিবর রহমান ডিন, কৃষি অনুষদ	সদস্য	» প্রফেসর ড. তাহসিন ফারজানা প্রভোস্ট, জুলাই ৩৬ হল	সদস্য
» প্রফেসর ড. মোঃ রকিবুল ইসলাম খান ডিন, পশু পালন অনুষদ	সদস্য	» প্রফেসর ড. মোঃ মোখলেছুর রহমান প্রভোস্ট, বেগম রোকেয়া হল	সদস্য
» প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আমিরুল ইসলাম ডিন, কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান অনুষদ	সদস্য	» প্রফেসর ড. আনিসুজ্জামান প্রভোস্ট, কৃষি কন্যা হল	সদস্য
» প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুল মজিদ ডিন, কৃষি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদ	সদস্য	» প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আশিক-ই-রব্বানী প্রভোস্ট, বেগম খালেদা জিয়া হল	সদস্য
» প্রফেসর ড. মোঃ আলী রেজা ফারুক ডিন, মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ	সদস্য	» প্রফেসর ড. মোঃ আবদুল আলীম প্রক্টর, বাকুবি	সদস্য
» প্রফেসর ড. মোঃ সামছুল আলম কো-অর্ডিনেটর, উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা কমিটি	সদস্য	» প্রফেসর ড. মাসুম আহমাদ কীটতত্ত্ব বিভাগ	সদস্য
» প্রফেসর ড. জিয়াউল হক প্রভোস্ট, ঈশা খাঁ হল	সদস্য	» প্রফেসর ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম সরদার ফিশারিজ বায়োলজি এন্ড জেনেটিক্স বিভাগ	সদস্য
» প্রফেসর ড. মোহাম্মদ বদিউজ্জামান খান প্রভোস্ট, শাহজালাল হল	সদস্য	» প্রফেসর ড. মোঃ মোশাররফ উদ্দীন ভূঁঞা সার্জারি অবস্টেট্রিক্স বিভাগ	সদস্য
» প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুল আওয়াল প্রভোস্ট, শহীদ শামসুল হক হল	সদস্য	» প্রফেসর ড. মোছাঃ মিনারা খাতুন মাইক্রোবায়োলজি এন্ড হাইজিন বিভাগ	সদস্য
» প্রফেসর ড. মোঃ বাজলুর রহমান মোল্যা প্রভোস্ট, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী হল	সদস্য	» প্রফেসর ড. আহমদ খায়রুল হাসান কৃষিতত্ত্ব বিভাগ	সদস্য
» প্রফেসর ড. মোহাম্মদ তোফাজ্জল হোসেন হাওলাদার প্রভোস্ট, ফজলুল হক হল	সদস্য	» প্রফেসর ড. দীন ইসলাম সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ	সদস্য
» প্রফেসর ড. কাজী কামরুল ইসলাম প্রভোস্ট, শহীদ নাজমুল আহসান হল	সদস্য	» প্রফেসর ড. মোঃ ওয়াকিলুর রহমান গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান বিভাগ	সদস্য
» প্রফেসর ড. মোঃ রুহুল আমিন সুলতানা রাজিয়া হল ও আহবায়ক, প্রভোস্ট পরিষদ	সদস্য	» জনাব মোহাম্মদ তৌফিকুল ইসলাম পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), জনসংযোগ ও প্রকাশনা	সদস্য
» প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আলম মিয়া প্রভোস্ট, আশরাফুল হক হল	সদস্য	» জনাব মোঃ সারওয়ার জাহান এডিশনাল রেজিস্ট্রার (শিক্ষা)	সদস্য
» প্রফেসর ড. মোহাম্মদ শাহজাহান মঞ্জিল প্রভোস্ট, শহীদ জামাল হোসেন হল	সদস্য	» কৃষিবিদ বোরহান উদ্দীন ডেপুটি রেজিস্ট্রার, সংস্থাপন শাখা-৪	সদস্য
		» প্রফেসর ড. মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ সহযোগী ছাত্র বিষয়ক উপদেষ্টা, ছাত্র বিষয়ক বিভাগ	সদস্য সচিব

কৃষিবিদদের
অবদান
ক্ষুধা মন্দার
অবসান

ওরিয়েন্টেশন

সেশন ২০২৫-২৬





ফিশ মিউজিয়াম

বোটানিক্যাল গার্ডেন



কৃষি মিউজিয়াম

প্রোফ্টর কার্যালয় ও ছাত্র বিষয়ক বিভাগ

ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র



কেন্দ্রীয় মসজিদ

প্রশাসন ভবন ও সমাবর্তন চত্বর

প্রফেসর মুহাম্মদ হোসেন কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরী



ভেটেরিনারি অনুষদ



কৃষি অনুষদ



এনিমেল হাজবেল্ড্রি অনুষদ



কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান অনুষদ



কৃষি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদ



মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ